RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৭, ১০ সংখ্যা: , কোচবিহার, শুক্রবার, ১৯ মে - ১ জুন, ২০২৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ Vol: 27, Issue: 10, Cooch Behar, Friday, 19 May - 1 June, 2023, Pages: 8, **Rs. 3**

লোকালয়ে বন্যপ্রাণীর আনাগোনায়

চিন্তিত কোচবিহারের পরিবেশ মহল

পার্থ নিয়োগী: মাস খানেক আগে পুন্ডিবাড়ি সংলগ্ন খড়িবাড়ি গ্রামে আসা দুই বন্য হাতির স্মৃতি আজও টাটকা। এরই মাঝে গত ২৯ এপ্রিল আবার পুন্ডিবাড়ি সংলগ্ন এক বিস্তীর্ণ এলাকায় তান্ডব চালাল এক বুনোহাতি। আর হাতির আক্রমণে জখম হন তিন ব্যক্তি। সম্প্রতি কোচবিহার-১ নং ব্লকের সাহেবেরহাট এলাকায় চলে আসে বাইসন। আর বাইসনের গুঁতোয় মৃত্যু হয় স্থানীয় এক বাসিন্দার। আহত হন আরও বেশ কয়েকজন বাসিন্দা। শেষে বনদপ্তরের লোক এসে ঘুম পাড়ানি গুলি করে বশে আনে বাইসনের দলকে। আর তা না হলে আরও বেশকিছু হতাহতের সংখ্যা বাড়ত। তবে শুধু সাহেবেরহাটেই নয়। কিছুদিন আগে নিশিগঞ্জেও এসেছিল বাইসনের দল। ঘোকসাডাঙ্গাতেও মাঝেমধ্যে হানা দেয় বাইসনের দল। কোচবিহার-১ নং ব্লকের বড়রাংবস থেকে শুরু করে শহর সংলগ্ন গোপালপুরেরও চলে আসে বাইসনের দল। অল্পকয়েকদিন আগেই পুন্ডিবাড়ি সংলগ্ন খড়িবাড়িতে চলে এসেছিল বনের হাতির দল। আর গতবছর কোচবিহার শহরের কলাবাগান এলাকার এক গৃহস্থের বাড়িতে ঘাটি গেড়েছিল চিতাবাঘ। কোচবিহারের লোকালয়ে বন্যপ্রাণীর আগমনের ঘটনা নতুন না হলেও এখনকার মত এত বন্যপ্রাণী আসত না এখানে। এখানেই প্রশ্ন জেগেছে অনেকের মনে। এই নিয়ে চিন্তিত কোচবিহারের পরিবেশবিদরাও। বিশিষ্ট পরিবেশবিদ অরুপ গুহের কথায় 'বন কমে যাচ্ছে। বনের ভেতরে লোক চলে যাচ্ছে। জঙ্গল সাফারির জন্য অসুবিধে হচ্ছে বন্যপ্রাণের। হাতির খাবার কারিপাতা মানুষ বন থেকে নিয়ে আসছে বাণিজ্যিক কারণে। সেইসাথে বনের ভেতর জলেরও অভাব দেখা দিচ্ছে। সেইসাথে পর্যাপ্ত সংখ্যায় বনরক্ষীরও অভাব আছে। সেই কারণে হাতি চলে আসছে লোকালয়ে'। বাইসনের লোকালয়ে চলে আসার কারণ হিসেবে অরুপবাবু বলেন, 'এই বাইসনগুলি হল ইন্ডিয়ান গাউর। এদের কলিজা ছোট হয়। এরা ছায়ায় থাকতে ভালবাসে। বনে গাছের সংখ্যা কমে যাওয়ায় ও খাদ্যের অভাবে তারাও লোকালয়ে চলে আসছে'। অরুপবাবুর কথার একই সুর পরিবেশপ্রেমী সংগঠন জিকোর কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক তাপস বর্মনের কথাতেও। তিনি বলেন, 'সবখানে একই ছবি বন ছেড়ে বন্যপ্রাণীরা খাবারের খোঁজে লোকালয়ে ধান, গম, ভুট্টোর প্রতি ঝোক বাড়াচ্ছে। সেইসাথে তার বক্তব্য উন্নয়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার নামে বনভূমির উচ্ছেদ, গাছের চোরাচালান বন্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়া হোক'। বিশিষ্ট কবি তথা উত্তরের বনাঞ্চলকে হাতের তালুর মত চেনা ব্যক্তি কবি সুবীর সরকার এর কথাতেও চিন্তার সুর। তিনি বলেন, 'হাতির অন্যতম প্রিয় খাদ্য চালতা। কিন্তু সেই চালতা গাছের সংখ্যা অনেক কমে গেছে বনাঞ্চলে। হাতির চলাচলের করিডোরে দ্রুত যানবাহন চলা ও রেললাইন থাকায় তাদের খুব অসুবিধে হচ্ছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এত তাদের লোকালয়ে আগমন'। বাইসন প্রসঙ্গে সুবীরবাবুর কথা 'জঙ্গলে বাইসনের সংখ্যা আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সেই অনুপাতে তাদের খাদ্যের সংস্থান বাড়াতো দূরের কথা উল্টে কমেছে। ফলে তারাও চলে আসছে ঘনঘন লোকালয়ে'। তবে এটা সত্যি যে বনাঞ্চলে গাছের সংখ্যা কমার পাশাপাশি এভাবে যদি বন্যপ্রাণীদের খাদ্যের সংস্থানও কমে যায়। তবে কোচবিহারের লোকালয়ে বন্যপ্রাণীদের চলে আসাটা আগামীতে আরও বাড়বে। এতে যেমন মানুষের হতাহতের সম্ভাবনা বাড়বে সেইসাথে ফসল নষ্টের সম্ভাবনা বাড়বে। এরচেয়েও বড় কথা নষ্ট হবে এক বিশাল এলাকার বাস্তুতন্ত্রের।

সংস্কার হচ্ছে রাজ আমলের ম্যাগজিন হাউস

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহার জেলা সংশোধনাগার থেকে পঞ্চরঙ্গী অবদি ম্যাগাজিন রোড কোচবিহারের এক পরিচিত রাস্তার নাম। এই রাস্তার নামকরণের পেছনে লুকিয়ে আছে রাজ আমলের এক ইতিহাস। বর্তমান সংস্কৃত কলেজের পাশে পূর্ত দপ্তরের মেসের পেছনেই ছিল কোচবিহারের মহারাজার সেনার অস্ত্র রাখার ঘর। যা ম্যাগাজিন হাউস নামে পরিচিত। আর সেই ম্যাগাজিন হাউসের নামের থেকেই সামনের রাস্তার নাম হয় ম্যাগাজিন রোড। কিন্তু দীর্ঘদিনের অবহেলায় এই ম্যাগাজিন হাউস প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। ম্যাগাজিন হাউসের দেওয়ালে জন্মেছে আগাছা। আর প্রধান রাস্তা থেকে একটু ভেতরে থাকার জন্য এই মাগ্যাজিন হাউস একপ্রকার লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গিয়েছিল। অনেকেই ধরে নিয়েছিল এর বুঝি আর সংস্কার হবে না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কথামত হেরিটেজ শহর ঘোষণার মুখে কোচবিহার শহর। আর কোচবিহার শহরের হেরিটেজ নিদর্শনের তালিকা স্থানের যে ১৫৪ টি করা হয়। তার মধ্যে

অন্যতম একটি নিদর্শন হল এই ম্যাগাজিন হাউস। সম্প্রতি পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু দাশগুপ্ত সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন হেরিটেজ তালিকায় থাকা ১২ টি ভবন আপাতত সংস্কারের বিষয়ে ভাবা হয়েছে। আর এই ১২ টি ভবনের তালিকায় আছে ম্যাগাজিন হাউস। এই ১২ টি ভবনের টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে। চলতি মাসের শেষ থেকেই কাজ শুরু হবার কথা। কৃষ্ণেন্দুবাবু জানান, ওয়ার্ক অর্ডার মিললে ছয় মাসের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে। একই সাথে তিনি জানান হেরিটেজ সম্পত্তি সংস্কার করা হবে হেরিটেজ পদ্ধতি অনুসরণ করেই। এই ম্যাগাজিন হাউস সংস্কার নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বদীপ দাস বলেন, 'ছোটবেলা থেকেই এই ম্যাগাজিন হাউসকে দেখে আসছি। অবহেলায় এই হাউসকে দেখে খুব খারাপ লাগত। আর হেরিটেজ সংস্কারের মধ্যে এই ম্যাগাজিন হাউসের সংস্কার কাজ শুরু হবে শুনে খুব ভালো লাগছে'। বিশ্বদীপবাবুর মত এলাকার বাকি বাসিন্দাদের মধ্যে ম্যাগাজিন হাউস সংস্কারের খবর এক আনন্দের আবহের সৃষ্টি করেছে।

বন্ধ রেল যোগাযোগ পুনরায় চালুর জন্য সার্ভে শুরু করল রেল দপ্তর

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: বাংলাদেশের উপর দিয়ে দিনহাটার গিতালদহ মোগলহাট বন্ধ রেল যোগাযোগ পুনরায় চালুর লক্ষ্যে সার্ভে শুরু করল রেল দপ্তর নিয়োজিত সংস্থা কার্টস ইণ্ডিয়া। রেল দফতরের অধীন ওই সংস্থার পক্ষ থেকে গিতালদহে ধরলা নদীর উপর রেল ব্রিজের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেন সংগঠনের প্রতিনিধিরা। প্রতিনিধি দলের উপস্থিত ছিলেন কার্টস ইণ্ডিয়ার সদস্য সৌরভ দাস ছাড়াও উত্তরবঙ্গের অন্যতম ব্যবসায়ী সংগঠন ফোসিনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাস, দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য সাধন সরকার, গিতালদহ ব্যবসায়ী সমিতির সুমন খন্দকার। ব্যবসায়িক সংগঠনের তিন সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে কার্টস ইণ্ডিয়া প্রতিনিধি দল ব্রিজটি ঘুরে দেখার পাশাপাশি কথা বলেন এলাকার বাসিন্দাদের সাথে। ওই প্রতিনিধি দল রেল ব্রিজ ছাড়াও ইতিপূর্বে যেটা গিতালদহ জংশন স্টেশন ছিল সেই ঘরগুলিও ঘুরে দেখেন।

ব্যবসায়িক সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে, গিতালদহ হয়ে মোগলহাট রেল যোগাযোগ ফের চালুর জন্য ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারের কাছে একাধিকবার দাবি জানানো হয়েছে। এমনকি রেল দফতরকেও পৃথকভাবে দাবি জানিয়ে এই পথ খোলার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। সার্ভের রিপোর্ট কার্টস ইণ্ডিয়ার পক্ষ থেকে রেল দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এরপর রেলের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে এই পথ খোলার বিষয়টি নিয়ে পরিদর্শনে আসবেন। সেক্ষেত্রে দিনহাটার গিতালদহ হয়ে মোগলহাট রেলপথ পুনরায় খুললে ভুটান ও নিম্ন অসমের একটি বড় অংশের ব্যবসায়ীদের এই পথ দিয়ে পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা হবে। পরবর্তীতে যাত্রী পরিবহণেরও গুরুত্ব বাড়বে।

চিলাহাটি হলদিবাড়ি রেল রুট চালু হয়েছে। গিতালদহের এই রুট যদি চালু হয় তাহলে নেপাল, ভুটান, আসাম ছাড়াও উত্তর-পূর্ব ভারতের যে রাজ্যগুলি রয়েছে সেই এলাকার ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের অনেকটাই সুবিধা হবে। উপকৃত হবে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সকলেই। অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হবে এলাকাগুলি। এটিই ছিল প্রথম সার্ক রোড।

দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামী জানান, নানা স্মৃতি বিজড়িত বন্ধ এই রেলপথ পুনরায় খোলার জন্য উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম ব্যবসায়ী সংগঠন ফোসিনের পাশাপাশি মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকেও বিভিন্ন সময় দাবিপত্র দেওয়া হয়। সেই ভিত্তিতে রেলের নিযুক্ত সংস্থা কার্টস ইণ্ডিয়ার পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে একটি সার্ভে হয়েছে।

রাজ্যের নতুন পদে হিপ্পি

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি) এর দায়িত্ব আরো বাড়ল। সম্প্রতি তাকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইগ্রান্ট ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করা হল রাজ্য সরকারের তরফে। আর ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইগ্রান্ট ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন রাজ্যের আইন ও শ্রম দপ্তরের মন্ত্রী মলয় ঘটক। গত ১১ মে বিকেল তিনটের সময় কলকাতায় শ্রম দপ্তরের কনফারেন্স হলে কমিটির উদ্বোধনী মিটিং ডাকা হয়েছিল। সেই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন অভিজিৎবাবু। যেহেতু কোচবিহার জেলার বড় অংশের মানুষ পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে রাজস্থান হরিয়ানা কেরলে কাজ করে। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে পঞ্চায়েত ভোটের আগে অভিজিৎবাবুর এই বোর্ডের সদস্য হিসেবে মনোনীত হবার যথেষ্ট কারণ আছে বলে মনে করে জেলার রাজনৈতিক মহল। এই প্রসঙ্গে অভিজিৎবাবু বলেন, নবনির্মিত এই বোর্ডের সদস্য হিসেবে আমাকে নিযুক্ত করায় এবং বোর্ডের চেয়ারম্যান মন্ত্রী মলয় ঘটকের সাথে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মাননীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

ঘর খুঁজে পেল কোচবিহারের কলি

কোচবিহার: নতুন বাবা-মার কাছে পৌঁছালো কলি। জন্মের পর অজানা কারণে মা-বাবার চোখের কাটা হয়ে উঠেছিল সদ্যোজাত কলি। তাই হয়তো জন্মদাতা মা-বাবা তাকে হাসপাতালের বাইরে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় কলিকে উদ্ধার করে ভর্তি করা হয়েছিল তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে। হাসপাতালে চিকিৎসার পর কলি সুস্থ হয়ে ওঠে। তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসারত চিকিৎসক এবং চিকিৎসা কর্মীরা বহুদিন হাসপাতালের মধ্যেই তাকে লালন পালন করে। হাসপাতালের চিকিৎসক এবং চিকিৎসা কর্মীরা ওই ছোট্ট শিশুর নাম রাখে কলি। পরবর্তীতে কলির ঠাই হয় কোচবিহারের একটি হোমে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কলির প্রোফাইল সরকারি ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়। সেই ওয়েবসাইট থেকেই কলির সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমেরিকার এক দম্পতি। সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আজ ওই দম্পতি সরকারি হোম থেকে কলিকে দত্তক নেয়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই দম্পতির হাতে তুলে দেওয়া হয় কলিকে।

বোর্ড মিটিংয়ে আয় বাড়াবার সিদ্ধান্ত কোচবিহার পুরসভার

কোচবিহার: গত ৪ মে কোচবিহার পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে আয় বাড়াতে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এবার থেকে কমার্সিয়াল বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে জলকর নেবে কোচবিহার পুরসভা। কমার্সিয়াল বিল্ডিংয়ের মধ্যে যেগুলি থেকে জলকর নেওয়া হবে তা হল হোটেল,রেস্তোরা, বার, স্পা, মল, নার্সিংহোম, বিভিন্ন খাবার ও মিস্টির দোকান। পুরসভার থেকে জল নিলে বা নিজেরা বোরিং করে জল তুললে দুক্ষেত্রেই এই কর দিতে হবে। পুরসভার হিসেবে এর সংখ্যা দুই হাজার। কোচবিহার পুরসভার তরফে এরজন্য একটি কমিটিও তৈরি করা হচ্ছে। খুব শীঘ্রই এই কমিটি সার্ভে করে তালিকা ও করের হার ঠিক করবে। এই বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে জলকরের হার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হবে বলে পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান। যদিও কোন হাউস হোল্ডারের ক্ষেত্রে এই জলকর নেওয়া হবে না বলে পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এরসাথে এদিনে বোর্ড মিটিংয়ে আরেকটি বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, এখন থেকে ওষুধের দোকানে চেম্বার খুলে ডাক্তার বসান হলে কিংবা কোন ডাক্তার বাড়িতে চেম্বার করলেও পুরসভা কর নেবে। এর আগের বোর্ড মিটিংয়ে রেজোলিউশন করা হয়েছিল যে বাৎসরিক ২০ হাজার টাকা ফি দিতে হবে। কিন্তু এদিনের বোর্ড মিটিংয়ে ঠিক হয়েছে যদি একাধিক ডাক্তার বসেন সেক্ষেত্রে প্রথম চিকিৎসকের জন্য ২০ হাজার টাকা এবং তারপর যতজন ডাক্তার বসবেন তাদের জন্য প্রতি বৎসরে আরও ১০ হাজার করে টাকা দিতে হবে। পুরসভার সূত্রে জানা গেছে শহরে দুটি হুক্কাবার রয়েছে। এরা কোন কর পুরসভাকে দেয় না। পৌরপতি বলেন এদের কোন ট্রেড লাইসেন্স নেই। এখন থেকে এই হুক্কাবার দুটিকে ট্রেড লাইসেন্স ফি বাবদ বছরে ৫০ হাজার করে টাকা দিতে হবে। এছাড়া শহরে অনেক ল্যাবের ট্রেড লাইসেন্স নেই। এমনকি শহরের কোন জিমেরও ট্রেড লাইসেন্স নেই।এবার থেকে এদের ওপর কর ধার্য হচ্ছে। এদিন রবিবাবু বলেন, কর আদায়ের জন্য যে সমস্ত কমিটি করা হবে তার মাথায় থাকবেন পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার। এছাড়া ফিন্যান্সিয়াল সমস্ত বিষয়ে পুরসভার ফিন্যান্স অফিসারকে নোডাল অফিসারের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। একই সাথে কোচবিহার শহরের ২০ টি ওয়ার্ডের প্রতিটিতে উন্নয়নের জন্য খুব শীঘ্রই ৩ লক্ষ টাকা করে কাজ হবে। কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে খুব শীঘ্রই স্থায়ীভাবে মা ক্যান্টিন চালু হবে বলেও জানান রবিবাবু।

জলজীবন মিশন নিয়ে বৈঠক কোচবিহার জেলা পরিষদের

পার্থ নিয়োগী: গত ৪ মে কোচবিহার জেলা পরিষদে ডিস্ট্রিক ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন মিশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক পবন কাদিয়ান, জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ শুচিস্মিতা দেব শর্মা সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। মূলত জলজীবন মিশন প্রকল্পে জেলার বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ পৌছে দেওয়া নিয়ে এদিন আলোচনা হয়। জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গেছে জেলার প্রায় ২ লক্ষ ২৫ হাজার বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। আর জেলার ১০০% বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ দ্রুত হচ্ছে বলে জানালেন জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ শুচিস্মিতা দেব শর্মা।

বাণেশ্বর সারথিবালা মহাবিদ্যালয় পেল প্রথম স্থায়ী অধ্যক্ষ

পার্থ নিয়োগী: ২০০৯ সালে শুরু হয়েছিল বাণেশ্বর সারথিবালা মহাবিদ্যালয়ের পথ চলা। শুরুতে ডঃ দ্বিগবিজয় দে সরকার কলেজটির ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন তার অবসরের পর ৬ মাস কলেজের একজন অধ্যাপক এই দায়িত্ব সামলান। এরপর ২০১৫ সাল থেকে ডক্টর নরেন্দ্রনাথ রায় এই কলেজের টিআইসি ছিলেন। অত্যন্ত মিশুকে ছাত্রদরদী একজন মানুষ হিসেবে নরেন্দ্রনাথবাবুর যথেষ্ট সুনাম আছে। দীর্ঘদিন ধরে এই কলেজের টিআইসি থাকার ফলে কলেজের সমস্ত সমস্যা তার প্রায় অনেকটাই জানা। ফলে বাণেশ্বর সারথিবালা মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ হিসেবে তার নিয়োগকে স্বাগত জানিয়েছেন কোচবিহারের শিক্ষামহল। গত ১১ মেয়ে তিনি এই মহাবিদ্যালয়ের প্রথম স্থায়ী অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দিলেন। এই নিয়ে নরেন্দ্রনাথবাবু বলেন, "দিনশেষে পড়ুয়া এবং শিক্ষকদের সমস্যার বিষয়গুলি দেখায় আমার প্রথম কর্তব্য। তাদের সমস্যা সমাধানে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে কলেজের মানোন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করব। কলেজটিকে জেলার মধ্যে আদর্শ কলেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই আমার একমাত্র লক্ষ্য"। এছাড়া কলেজের শ্রেণিকক্ষ লাইব্রেরী সমস্যা সহ বিভিন্ন পরিকাঠামাগত সমস্যা সমাধানেই প্রথমে জোর দেবেন বলে তিনি বলেন। ইতিমধ্যে এই কলেজে টিআইসি হিসেবে বিভিন্ন সেমিনার আলোচনা সভা এমনকি কিছুদিন আগে বইমেলা আয়োজন নিয়ে তার ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। স্বাভাবিকভাবে তাকে অধ্যক্ষ হিসেবে পেয়ে খুশি কলেজের শিক্ষক শিক্ষাকর্মী এবং পড়ুয়ারাও। এদিন কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীরাও নরেন্দ্রনাথবাবুকে সংবর্ধনা দেন। এর পাশাপাশি কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি কল্যাণী পোদ্দারও এদিন অধ্যক্ষকে সংবর্ধনা জানান।

রাতে ঘুমে বেহুঁশ করে পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়ি লুটে নিয়ে গেল চোর

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: রাতে ঘুমে বেহুঁশ করে পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়ি লুটে নিয়ে গেল চোর। গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটা-২ নং ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত শুকারুকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের মেঘনারায়ণেরকুঠি পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়িতে। ওই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

ঘটনায় বিবরণে জানা যায়, সোমবার সকালে উঠে রাতে ঘুমে বেহুঁশ করে পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়ি লুটে নিয়ে গেল চোরপরিবারের লোকেরা দেখতে পায় তাদের মোবাইল নেই পাশাপাশি ঘরে থাকা আলমারির কাপড়গুলি এলোমেলো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এরপরই তাদের সন্দেহ হয় এবং তারা দেখেন আলমারিতে থাকা লক্ষাধিক টাকার স্বর্ণ ও রৌপ্য অলংকার এছাড়াও নগদ তিন লক্ষাধিক টাকা চুরি গেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নয়ারহাট ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ পৌঁছে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে বিস্তারিত ঘটনা শোনেন এবং তার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। পরিবারের সদস্যরা আরও জানান দুষ্কৃতীরা ঘুমের কোন স্প্রে ব্যবহার করে চুরি করে চম্পট দেয়। সেই কারণে আমরা কেউ বুঝতে পারিনি এমনকি এখনো আমাদের শিশু বাচ্চাটি ঘুমিয়ে আছে।

প্রসঙ্গত এর আগেও ওই এলাকার আশপাশের বিভিন্ন জায়গায় একাধিক ছোট চুরির ঘটনা ঘটেছে। এবার খোদ শাসকদলের পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়িতে চুরির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে সীমান্তবর্তী গ্রামের মানুষের মধ্যে।

গ্রামীণ পড়ুয়াদের অসুবিধা দূর করতে এবার থেকে ব্লকের স্কুলেই তৈরি হবে আধার কার্ড

কোচবিহার: প্রথমে ক্যাফেতে গিয়ে অনলাইনে নাম রেজিস্ট্রেশন। তারপর সরকার অনুমোদিত কোন সেন্টারে গিয়ে কয়েকঘণ্টা লাইন দিয়ে এখন থেকে আর আধার কার্ড করাতে হবে না গ্রামের স্কুল পড়ুয়াদের। এবার থেকে ব্লকের নির্দিষ্ট স্কুলে সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় আধার কার্ড করতে পারবে পড়ুয়ারা। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় গ্রামের পড়ুয়াদের এভাবেই আধার কার্ড করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য।

গ্রামের তুলনায় শহরে আধার কেন্দ্রের সংখ্যা বেশি থাকায় প্রাথমিক ভাবে শহরের স্কুলগুলিকে এই প্রকল্পের বাইরে রাখা হয়েছে। তবে পরিকল্পনা অনুযায়ী পরবর্তী পর্যায় বাংলা সহায়তা কেন্দ্রগুলি থেকে শুধুমাত্র শহরের স্কুল পড়ুয়াদের আধার কার্ড করানোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক(মাধ্যমিক) সমর চন্দ্র মণ্ডল বলেন, কোচবিহার জেলার ১২টি ব্লকের মোট ২৪টি স্কুলে এই সেন্টার হচ্ছে। এর জন্য ২৭জন কম্পিউটার শিক্ষককে বেছে নেওয়া হয়েছে। আধার তৈরির যাবতীয় সরঞ্জাম কলকাতা থেকে চলে এসেছে। রাজ্য থেকে ভার্চুয়াল কনফারেন্স করে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে কীভাবে সে গুলি ইনস্টল করতে হবে। এখন সেন্টারগুলিতে ইনস্টলেশনের কাজ চলছে।

ইতিমধ্যে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই আধার কার্ড তৈরি করার জন্য কলকাতা থেকে যন্ত্রপাতি চলে এসেছে। গ্রীষ্মের ছুটিতে সেন্টারগুলিতে সেই যন্ত্রপাতি ইনস্টলেশনের কাজও চলছে জোর কদমে। গরমের ছুটি শেষে স্কুল খোলার পর পড়ুয়াদের জন্য আধার কার্ড তৈরি করার কাজ শুরু হবে। সম্প্রতি এ বিষয়ে রাজ্য শিক্ষা দপ্তরগুলির সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে একটি বৈঠকও হয়।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার শিক্ষা দপ্তর জানিয়েছে, প্রতিটি ব্লকের দুটি করে স্কুলের প্রতিটি সেন্টারে দিনে ২০টি করে আধার কার্ড তৈরি হবে। তবে শুধু নতুন কার্ড তৈরিই নয় পাশাপাশি এই সব সেন্টারগুলিতে আপগ্রেডেশনের কাজও হবে।

জেলা পরিষদের কাজের খতিয়ান তুলে ধরলেন সভাধিপতি

দেবাশীষ চক্রবর্তী: গত ৬ মে নিউটাউনে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি উমাকান্ত বর্মন গত ৫ বছরের জেলা পরিষদের তরফে করা কাজের খতিয়ান তুলে ধরেন। গত ৫ বছরে কোচবিহার জেলা পরিষদের তরফে মোট ৬৪৮ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকার কাজ হয়েছে বলে তিনি জানান এদিন। প্রতিটি অর্থবর্ষ ধরে ধরে কোন কোন প্রকল্পের মাধ্যমে কি কি কাজ হয়েছে তা তিনি তুলে ধরেন। দেখা গেছে জেলার গ্রামীণ পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিশেষ করে রাস্তা, সেতু, পানীয় জল প্রকল্পে বেশি কাজ হয়েছে। ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে বাংলা গ্রাম সড়ক যোজনায় কোচবিহার জেলা পরিষদের তরফে ৪০ টি রাস্তা করা হয় যার দৈর্ঘ্য ১২৪ কিমি। আর এর জন্য খরচ হয়েছে ১৫১ কোটি টাকা।

একইসাথে এই আর্থিক বছরে ১০ কোটি টাকা খরচ করে দুটি ব্রিজ নির্মাণ করা হয়। ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরে বর্ডার ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পে যে অর্থ বরাদ্দ হয় তা ২০১৮ সাল থেকে জেলা পরিষদের মাধ্যমে খরচ হয়। এই প্রজেক্টে ১ টি ব্রিজ, ৫ টি মার্কেট শেড করা হয়। যার খরচ হয়েছে ১১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। সেইসাথে উমাকান্তবাবু জানান পাড়ায় সমাধানে ৫ কোটি টাকা খরচ করে ১৩ টি রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে মুখ্যমন্ত্রীর নেওয়া জনপ্রিয় পথশ্রী প্রকল্পে ৩৭৮ টি রাস্তা নির্মাণ করা হয় মোট ৯০৮ কিমির। এর জন্য খরচ হয়েছে ২৫০ কোটি টাকা।

সেইসাথে সভাধিপতি এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন কেন্দ্র সরকার গত ২ বছর ধরে ইচ্ছাকৃতভাবে ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে রেখে বাংলার প্রতি বঞ্চনা করছে। আবাস প্রকল্প নিয়ে তিনি বলেন আমাদের তরফে সবকিছু দেখে ১ লক্ষ ৩৯ হাজার আবাসের তালিকা পাঠানো হয়েছে। এরপর আবাস প্রকল্পের তদন্ত করতে এসে জেলায় আমাদের করা তালিকার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দেখাতে পারেনি কেন্দ্র। তবুও আবাস যোজনার টাকা এখন অবদি দেয়নি কেন্দ্র। এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনে সভাধিপতির সাথে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল জলিল আহমেদ, কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন ও কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।

জেলা নয় কলকাতায় বাতিল ১৫ বছরের পুরানো গাড়ি কিছুটা হলেও স্বস্তিতে এনবিএসটিসি

কোচবিহার: ১৫ বছরের পুরানো গাড়িগুলি এখনই বাতিল হচ্ছে না। এই খবরে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরে পেয়েছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম/এনবিএসটিসি। কারণ এই নির্দেশ কার্যকর হলে এনবিএসটিসির প্রায় দুশোর বেশি বাস অচল হয়ে যেত। পরবর্তীতেও সেগুলি আর কোনদিনই রাস্তায় নামানো যেত না। তবে ১৫ বছরের পুরানো গাড়ি নিয়ে ১ মার্চ রাজ্য যে নির্দেশিকা দিয়েছিল তা আপাতত জেলায় না হলেও কলকাতা শহরের মধ্যে এই নির্দেশ কার্যকর থাকছে।

বলাবাহুল্য, এই নির্দেশ কার্যকর হলে এনবিএসটিসি-র ২০১ টি বাস বাতিল হয়ে যেত। এর মধ্যে ৩৯ টি বাস ইতিমধ্যেই নিলামে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নিগম সূত্রের খবর এই ৩৯ টি বাস একেবারেই চালানোর অবস্থায় নেই। বাকি ১৬২ টি বাস এখনও নিগম হাতে রেখেছে। কারণ এই বাসগুলির বয়স ১৫ বছরের বেশি হলেও তা চালানোর মত পরিস্থিতিতে রয়েছে। কিন্তু নতুন নির্দেশ পুরোপুরি কার্যকর হলে সেক্ষেত্রে সমস্যা হত নিগমের। কারণ বাস কমে যাওয়ায় পরিষেবা কমার সঙ্গে সঙ্গে এজেন্সিকে দিয়ে বাস চালানোর বিষয়টিও ধাক্কা খেত। সেই সঙ্গে কয়েক কোটি টাকা আয় কমারও আশঙ্কা ছিল।

নিগম সূত্রে জানা গেছে, ১৬২ টি পুরানো বাসের মধ্যে শিলিগুড়ি ডিভিশনে ৩০ টি, কোচবিহার ডিভিশনে ৭০ টি, রায়গঞ্জ ডিভিশনে ৫০ টি ও বহরমপুর ডিভিশনে ১২ টি বাস রয়েছে। বর্তমানে টিকিট সেলিং এজেন্সির মাধ্যমে ৫০ টি বাস চালাচ্ছে নিগম। ফ্র্যাঞ্চাইজির মাধ্যমে তিনটি বাস চালানো হচ্ছে। এছাড়া রায়গঞ্জ, কোচবিহার সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু এজেন্সি বাস চালানোর জন্য আবেদন করে রেখেছে। উল্লেখ্য, জানুয়ারি মাসেই এজেন্সিগুলি থেকে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা আয় করেছে নিগম। তবে এই আয় সম্ভব হয়েছে নিগমের হাতে পর্যাপ্ত বাস থাকায়। বিভিন্ন মডেলের বাস মিলিয়ে নিগমের কাছে প্রায় ৯০৪ টি বাস রয়েছে। তার মধ্যে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৫৬৬ টি বাস রাস্তায় চলে। রিজার্ভে থাকে ৩৩৮ টি বাস। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই বাসগুলিকে চালায় নিগম।

এনবিএসটিসি-র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় জানান, এত বাস একসাথে বাতিল হলে কিছুটা হলেও সমস্যা হত বৈকি। যে বাসগুলির বয়স ১৫ বছর হয়েছে বা আগামী এক বছরের মধ্যে হবে সে গুলির ফিটনেস ঠিকই রয়েছে। কলকাতা বাদ দিয়ে বাকি এলাকায় পুরানো বাসগুলি চলবে।

তৃণমূলের প্রধানসহ ২০০ পরিবারের বিজেপিতে যোগদান

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: নিশীথ প্রামাণিকের হাত ধরে তৃণমূলে ভাঙ্গন অব্যাহত, ভেটাগুড়ি-১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রতন বর্মন এবং তিনজন পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যরা সহ অঞ্চল নেতৃত্ব এবং ২০০ টি পরিবার বিজেপিতে যোগ দিল।

ভেটাগুড়ি চৌপথিতে যোগদান কর্মসূচি আয়োজিত হয়। সেখানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দিল ভেটাগুড়ি-১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রতন বর্মন, পঞ্চায়েত সদস্য প্রবীণ বর্মন, সদস্যা কাকলি বর্মন, সুমিতা বর্মন, দিনহাটা-১ বি ব্লক যুব তৃণমূল সহসভাপতি চন্দন বর্মন, কয়েকজন অঞ্চল কমিটির সদস্য সহ ২০০টি পরিবার এদিন বিজেপিতে যোগ দেয় । তাদের হাতে বিজেপির দলীয় পতাকা তুলে দেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। উল্লেখ্য বিগত কয়েক সপ্তাহ থেকে তৃণমূলের ভাঙ্গন ধরাচ্ছেন মন্ত্রী। এবার নিজের এলাকা ভেটাগুড়িতে পথসভা এবং যোগদান কর্মসূচি করে তৃণমূলের ভিত কাপালেন মন্ত্রী নিশীথ।

তৃণমূলে যোগদান করে ভেটাগুড়ি-১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রতন বর্মন জানান, রাজনীতিতে জনগণ শেষ কথা বলে জনগণ যেদিকে থাকবে সেদিকেই থাকা উচিত।

কোচবিহার পুরসভার দায়িত্বে এবার মুক্তমঞ্চ

কোচবিহার: সাগরদিঘির চত্বরে থাকা শহিদবাগ মুক্তমঞ্চ পার্কটি এতদিন দেখাশোনা করত বন দপ্তর। তবে সম্প্রতি বন দপ্তরের কাছ থেকে মুক্তমঞ্চটি নিজেদের দায়িত্বে নিল কোচবিহার পুরসভা। পুরসভা সূত্রে খবর, শীঘ্রই পার্কটির সংস্কার ও উন্নয়ন করা হবে।

কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'মুক্তমঞ্চ পার্কটি বন দপ্তরের হাতে ছিল। তারা দেখাশোনা করত। আমরা সেই পার্কটার দায়িত্ব নিয়েছি। আইন অনুযায়ী শহরের পার্ক, জলাশয় সবকিছু দেখভালের দায়িত্ব পুরসভার।' শহরের অন্যান্য পার্ক ও জলাশয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'এটা যেহেতু রাজার শহর, কিছু আইন অন্যরকম। সেগুলি দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ওয়েলকাম গেট নিয়ে বিক্ষোভ কোচবিহার নাগরিক মঞ্চের

কোচবিহার: কোচবিহার শহরকে হেরিটেজ ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। সেই উপলক্ষে কোচবিহারের খাগড়াবাড়ি চৌপথিতে তৈরি হচ্ছে ওয়েলকাম গেট। সেই ওয়েলকাম গেটে রাজ আমলের ঐতিহ্যের কোনো ছোঁয়া নেই। মূলত এই অভিযোগ তুলে আজ খাগড়াবাড়ি চৌপথিতে পথ অবরোধ করে কোচবিহার নাগরিক মঞ্চের সদস্যরা। তাদের দাবি রাজার শহর কোচবিহার, সেই কোচবিহার শহর হেরিটেজ ঘোষণার পর এই ওয়েলকাম গেট তৈরি করা হচ্ছে কিন্তু সেখানে রাজ আমলের স্থাপত্যের কোন নিদর্শন নেই। এই অভিযোগ তুলে আজ সেই ওয়েলকাম গেট তৈরির কাজ বন্ধ করে দেয় তারা। প্রায় ১৫ মিনিট ধরে পথ অবরোধের পর পুলিশের আশ্বাসে তারা অবরোধ তুলে নেয়।

জুনের প্রথম সপ্তাহেই স্কুল পড়ুয়াদের ইউনিফর্ম দেওয়ার নির্দেশ রাজ্যের

কোচবিহার: হাতে বড়জোর সময় আছে একমাস। জুনের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পড়ুয়াদের দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার। অন্তত এক সেট করে পোশাক এই সময়ের মধ্যে দিতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাকি আর এক সেট পোশাক পুজোর আগে দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট রুরাল লাইভলিহুড মিশন। হাতে একদমই সময় না থাকায় জেলা প্রশাসনের মাথায় এখন হাত পড়ে গেছে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি সর্বত্রই একই ছবি ধরা পড়েছে।

কোচবিহার জেলায় সব মিলিয়ে এবার পোশাক পাবে ৪ লক্ষ ২৫ হাজার পড়ুয়া। আলিপুরদুয়ার জেলায় পোশাক পাবে ১ লক্ষ ৮০ হাজার পড়ুয়া। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাতে সকল পড়ুয়াদের হাতে পোশাক তুলে দেওয়া যায় সেজন্য ১০ মে কোচবিহারে জেলা পর্যায় বৈঠক ডাকা হয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট রুরাল ডেভেলপমেন্ট সেলের কোচবিহারের প্রোজক্ট ডিরেক্টর খালিদ কায়সার বলেন, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা স্কুলের ইউনিফর্ম তৈরি করছেন। বর্তমানে কোচবিহার জেলার পাঁচটি সদর মহকুমায় কাপড় কাটার কাজ চলছে। সেলাইয়ের কাজও শীঘ্রই শুরু হবে। ১০ জুনের মধ্যে পড়ুয়ারা পোশাকের প্রথম সেটটি পেয়ে যাবে। ডিস্ট্রিক্ট রুরাল ডেভেলপমেন্ট সেলের আলিপুরদুয়ার সেলের প্রকল্প আধিকারিক ইন্দ্রজিৎ তালুকদার বলেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পোশাক তৈরি হবে। বিষয়টি ব্লক স্তর থেকে দেখা হচ্ছে।

গ্রামোন্নয়ন সেল প্রতি জেলায় পড়ুয়াদের স্কুলের পোশাক তৈরির কাজটি করেছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দিয়ে এই কাজটি করানো হচ্ছে। কোচবিহার জেলায় সব মিলিয়ে ১২০০ গোষ্ঠীর তিন হাজার সদস্যা মিলে কাজটি করবেন। এই কাজের জন্য মজুরি হিসেবে তাঁরা ১২ কোটি টাকা পাবেন। পোশাক তৈরির জন্য মার্চ মাসেই জেলায় জেলায় কাপড় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মে মাসের মধ্যে পোশাকের প্রথম সেটটি দেওয়া হবে বলে প্রথম থেকে পরিকল্পনা ছিল। তা বদলে অর্থাৎ মে মাসের বদলে জুন করা হয়েছে। অন্যদিকে সেপ্টেম্বরের ১৫ তারিখের মধ্যে আরেক সেট পোশাক দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে প্রি-প্রাইমারি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রদের প্রত্যেককে একটি করে হাফ ও ফুল শার্ট এবং হাফ ও ফুল প্যান্ট দেওয়া হবে। ছাত্রদের ক্ষেত্রে প্রি-প্রাইমারি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত প্রত্যেককে দুই সেট করে শার্ট ও টিউনিক দেওয়া হবে। তৃতীয় শ্রেণি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রীদের দুই সেট করে শার্ট ও স্কার্ট দেওয়া হবে। সপ্তম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রীরা চুড়িদার ও ওড়না পাবে।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগে নতুন করে এমএড কোর্সের অনুমোদন পেল

বিশেষ সংবাদদাতা: কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগে নতুন করে এমএড কোর্সের পঠন-পাঠন শুরু হতে চলেছে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মানস কুমার সান্যাল মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ এনসিটিই থেকে এই কোর্সের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন পেল। শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের প্রধানসহ সকল অধ্যাপকবৃন্দ খুব সচেষ্ট ছিলেন এই বিষয়ে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই চালু হবে এমএড কোর্স। এই অনুমোদনের ফলে পঞ্চাশ জন ছাত্র-ছাত্রী এমএড করার সুযোগ পাবে। এই সংবাদ পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, সমস্ত আধিকারিক ও শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকা ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ খুব

খুশি।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মানস কুমার সান্যাল বলেন, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ এনসিটিই থেকে এই এমএড কোর্সের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন পেল। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই চালু হবে এমএড কোর্স। এই অনুমোদনের ফলে পঞ্চাশ জন ছাত্র-ছাত্রী এমএড করার সুযোগ পাবে। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়ার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন, গবেষণা ও পঠন-পাঠনের সার্বিক উন্নতি সাধনের জন্যে অনেক কাজ করেছেন। ইতিমধ্যেই কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের আটত্রিশটা বিভাগকে নতুন করে সাজিয়ে তুলতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মানস কুমার সান্যাল অভিনব উদ্যোগ নিয়েছেন।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকদের পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে দাগ কেটেছে। আগামীতে এমএ কোর্সে আরবি ভাষা পড়ানো শুরু হবে এর জন্য আরবি বিভাগ খোলার উদ্যোগ নিচ্ছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মানস কুমার সান্যাল।

খড়গপুর আইআইটিতে রোজগার মেলায় নিয়োগপত্র প্রদান করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা,খড়গপুর: খড়গপুর আইআইটিতে রোজগার মেলায় নিয়োগপত্র প্রদান করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও যুব ক্রীড়া প্রতি নিশীথ প্রামাণিক, দেশ জুড়ে উপকৃত ৭১ হাজার যুবক-যুবতী। রোজগার মেলার অধীনে আজ ১৬ ই মে দেশ জুড়ে বিভিন্ন দপ্তরের ৭১ হাজার যুবক-যুবতীকে নিয়োগপত্র দেওয়া হল কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যুবক-যুবতীদের নিয়োগপত্র দেওয়ার জন্য ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রোগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন। সারাদেশে ৪৫টি বিভিন্নস্থানে এই পঞ্চম কর্মসংস্থান মেলা বা রোজগার মেলা ২০২৩ এর আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে কেন্দ্রের একাধিক মন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। আইআইটি খড়গপুরে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও যুব, ক্রীড়া দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক সহ বিভিন্ন জনেরা। এদিন সেখানে উপস্থিত যুবক-যুবতীদের হতে নিয়োগপত্র তুলে দেন তিনি। জানা গিয়েছে এই নিয়োগগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগ, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী ২০২২ সালের ২২ অক্টোবর চাকরি মেলা শুরু করেন। এরপর যথাক্রমে ২২ নভেম্বর, ২০ জানুয়ারী, ২০২৩ এবং ১৩ এপ্রিল, ২০২৩ এ মেলার আয়োজন করা হয়, যার মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট ২ লক্ষ ৮৮ হাজার যুবককে নিয়োগপত্র বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার ৭১ হাজার নিয়োগপত্র বিতরণের মাধ্যমে এই সংখ্যা দাঁড়াবে ৩ লাখ ৫৯ হাজারে। প্রকৃতপক্ষে, সরকার ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ১০ লাখ যুবককে সরকারি চাকরি দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

সম্পাদকীয়

চেতনায় রবীন্দ্রনাথ

চলে গেল আরেকটা ২৫ বৈশাখ। সরকারি, বেসরকারি স্তরে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালনের ধুম। কিন্তু ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনে রবীন্দ্র ভাবনা কতটা প্রতিফলিত হয়? আমরা কি একবারের জন্য তা ভেবে দেখেছি? আর ভেবে দেখিনি বলেই তার নোবেল পুরস্কার জয়ের টাকায় তৈরি বিশ্বভারতীকে নিয়ে এমন বিতর্কে করতে পারেন বর্তমান উপাচার্য? তিনি ভুলে গেছেন অমর্ত্য সেন একজন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ। খোদ কবিগুরু তাঁর নামকরণ করেছিলেন। তার মা ছিলেন আশ্রম কন্যা। এহেন অমর্ত্য সেনের সাথে বিশ্বভারতীর বর্তমান উপাচার্যের আচরণ সত্যিই বেমানান। পৌষ মেলা নিয়েও বিতর্কে জড়িয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। বিশ্বভারতীর পার্শ্ববর্তী এলাকার পরিবেশও আমূল বদলে গেছে রিসর্টের দৌলতে। শান্তিনিকেতন ক্রমশ হয়ে উঠেছে অর্থবান মানুষের ছুটি কাটাবার জায়গা। অথচ রবীন্দ্র প্রেম উপচে পড়ছে রাজনৈতিক দলগুলোর। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ছুটে এলেন ২৫ শে বৈশাখের সকালে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানাতে। অথচ তার দলের সরকার রবীন্দ্র জয়ন্তীর কয়েকদিন আগেই সিবিএসসি বোর্ডের সিলেবাস থেকে ডারউইনের বিবর্তনবাদকে বাদ দিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রবল বিজ্ঞানমনস্ক। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান মানসিকতা সেসময়কার দিকপাল বিজ্ঞানীদের অবাক করেছিল। আর আজ সেই কবির দেশেই কিনা ডারউইনের বিবর্তনবাদ সিলেবাস থেকে বাদ। আবার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় গর্ব করে বললেন আমরা প্রতি বছর ২৫ বৈশাখ পালন করি। অথচ তার দলেরই ছাত্র সংগঠন হেরিটেজ রবীন্দ্রভারতীতে বেআইনিভাবে ছাত্র সংগঠনের অফিস নির্মাণ করেছিল। যা কিনা কোর্টের রায়ের ফলে ভাঙতে বাধ্য হয়। আসলে সবই ভোটের রাজনীতি। কেন রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক ভাবনা, শিক্ষা ভাবনা, বিজ্ঞানমনস্কতার প্রতিফল দেখি না বাস্তবের জীবনে? সব দেখে কবির ভাষাতেই বলতে হয় 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ।'

কবিতা

৩১ শে ডিসেম্বর

.... সুজন ডাকুয়া

ডায়েরির প্রথম পাতায় ছিল ছেলেটির নাম
ব্র্যাকেটে এম. এ. ইন ইংলিশ
উপরে বড়ো করে লেখা 'কবিতাসংগ্রহ'
কৌতূহলী চোখ নিয়ে পাতা উল্টাতে থাকেন
তদন্তকারী অফিসার
পয়লা জানুয়ারীর পাতায় এক দীর্ঘ
আধ্যাত্মিক কবিতা
ক্রমশ প্রেম-অপ্রেম প্রকৃতি প্রতিবাদ ও ঘৃণা
মার্চের শুরুতে কবিতার জায়গা দখল করে
নিয়েছে 'চাকুরী সংবাদ'
ভারতের ধ্রুপদী নৃত্য, বিশ্বের বৃহত্তম ক্ষুদ্রতম
পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
রাত বারোটার ঘন্টা বেজে উঠলো
ঠান্ডায় জমে যাওয়া হাতে পাতা উল্টাতে থাকেন
অফিসার অতঃপর
শুকনো মরুভূমির মতো ছাত্র
পড়ানোর বেতনতালিকা
তিন পাত্তি রামি প্রেমিকার বিয়ে
৩১ শে ডিসেম্বরের পাতায় ছোট্ট করে লেখা 'বিদায়'
নতুন বছরে ছেলেটিকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি ।

প্রবন্ধ

উত্তর-পূর্ব ভারতের লোক-সংস্কৃতির পীঠস্থান রাজ-এস্টেট গৌরীপুর

আবির ঘোষ

"গদাধরের পারে পারে রে
ও তোর মাহুত চড়ায় হাতি"

আসাম রাজ্যের মধ্যে ধুবড়ী জেলার অন্তর্গত রাঙ্গামাটি-গৌরীপুরের বড়ুয়াবংশ সম্মান এবং মর্যাদায় আজও সর্বশ্রেষ্ঠ। বঙ্গদেশ, মিথিলা ও কামরূপের রাজদরবারেও এই পরিবারের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল।

প্রাচীন গৌরীপুর, যা পূর্ববর্তী রাঙ্গামাটির কায়স্থ রাজবংশের রাজাদের দ্বারা গদাধর নদীর তীরে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, পর্যটক এবং ইতিহাসপ্রেমী মানুষদেরকে এর সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা নিতে স্বাগত জানায়। নিম্ন আসামের একমাত্র পরিকল্পিত শহর, রাজবংশের কুলদেবী মা মহামায়ার অপর নাম গৌরীর থেকে রাজধানীর নাম হয় গৌরীপুর।

প্রাচীন এই রাঙ্গামাটি-গৌরীপুর একটি রাজ এস্টেট হিসেবে পরিচিত ছিল যা ৪০০ বৎসরের বেশি সময় ধরে প্রাচীন কায়স্থ বংশীয় 'বড়ুয়া' উপাধিপ্রাপ্ত রাজবংশের রাজাদের দ্বারা শাসিত। কিন্তু বঙ্গদেশ, মিথিলা ও আসামের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতেও এই বংশের অস্তিত্ব ছিল।

গৌরীপুরের রাজবাড়ির ইতিহাস আর সব রাজবাড়ির সঙ্গে মেলে না। মানুষগুলো সব নানা সৃজন ও দক্ষতায় উদ্ভাসিত। প্রায় সবাই হাতি ও সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ। বনজঙ্গলের সম্পদকে লুণ্ঠনের উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা যেখানে রাজা-মহারাজা, নবাবদের স্বভাবধর্ম, সেখানে গৌরীপুরের রাজবংশের পুরুষ ও নারীদের অধিকাংশই জল আর জঙ্গলের ধারে ঘর করা গরীব মানুষগুলির সঙ্গে আত্মীয়তা গড়ে তুলেছেন। তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়েছেন। রাজ্যশাসন করতে গেলে রাজাদের সুশৃঙ্খল প্রশাসন চালাতে হয়। প্রজাদের ভালো মন্দ দেখতে হয় যেমন, অন্যায়ের যথাযথ বিচারের ভারও তাদের উপরেই থাকে। গৌরীপুরের বড়ুয়া রাজপরিবারের পূর্বাপর ইতিহাস খুবই দীর্ঘ।

রাঙ্গামাটির-গৌরীপুরের প্রাচীন রাজবংশকে জানতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই পাল সাম্রাজ্যের যুগে সেই সময় এই বংশের মূল পুরুষ ছিলেন মঙ্কদাস। তিনি ছিলেন গৌড় কায়স্থ, শূররাজার অধীনে উত্তর রাঢ়ে গঙ্গার ধারে তিনি বাস করতেন এবং সীমান্ত দেশের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। তার পুত্র টঙ্কপানি ও পৌত্র চক্রপানি বিদ্যাবত্তার জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন এবং গৌড়রাজ ধর্মপালের রাজসভার সদস্য ছিলেন। এই পিতা ও পুত্র দুজনে বহু বৌদ্ধগ্রন্থ লিখেছিলেন। এরপর মঙ্কদাসের ১১তম বংশধর শাক্তমতাম্বলি নরহরি রায় মিথিলা থেকে দেবী কামাখ্যার দর্শনে প্রথমে কামরূপে আসেন। তৎকালীন কামতাপুরের (বর্তমান কুচবিহার) 'কোচ' রাজবংশের মহারাজা বিশ্বসিংহের (রাজত্বকাল ১৪৯৬-১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ) গুরু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের অনুরোধে তিনি কোচ রাজ্যের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন এবং 'বড়ুয়া' উপাধি পান। পরবর্তীকালে মহারাজা নরনারায়ণের সাথে তাঁর ভাইপো কুমার রঘুদেব নারায়ণের মধ্যে রাজ সিংহাসন দখলের লড়াই শুরু হলে কবীন্দ্র পাত্র অসমের রাঙামাটির দিকে চলে আসেন। সেই সময় কুচবিহারের মহারাজা লক্ষীনারায়ণের বিরুদ্ধে সাহায্যের আবেদন চেয়ে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কবীন্দ্র পাত্র। কথিত আছে, তখনই সম্রাট জাহাঙ্গীর কবীন্দ্রকে রাঙামাটির নায়েব-কানুনগো হিসেবে নিযুক্ত করে একটি গড়গড়া উপহার দেন।

কবিন্দ্র পাত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুনাথ অসাধারণ পণ্ডিত্যের জন্য 'কবিশেখর' উপাধি প্রাপ্ত হন এবং তিনিই ১৬২০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সনদে কানুনগো থেকে বংশপরম্পরায় 'রাজা' হন। রাজা কবিশেখরের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীনাথ 'কবিরত্ন বড়ুয়া' উপাধি প্রাপ্ত হন, সেই থেকে এই বংশের পদবী বড়ুয়া।

কবিন্দ্র পাত্রের সময় থেকে তাঁর উত্তরপুরুষ রাজা প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়ার সময় পর্যন্ত অসমের "রাঙ্গামাটি" নামক জায়গায় এদের প্রধান বাসস্থান ও রাজধানী ছিল। মোগল আমলে এবং ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেরকে "রাঙ্গামাটির" রাজবংশ বলে সম্মান করতেন। এই রাঙ্গামাটির রাজা বুলচন্দ্র বড়ুয়া ছিলেন কুচবিহার রাজবংশের জ্ঞাতি ছত্রনাজির খগেন্দ্র নারায়ণের শ্বশুর এবং রাজকুমার বীরচন্দ্র বড়ুয়া ছিলেন শ্যালক শিশু মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের শাসনকালে গৃহবিবাদের সময় এদের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়।

কথিত আছে যে, আনুমানিক ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে নরহরি রায়ের পৌত্র রাজা কবিশেখর পুরাতন রাজধানী রাঙ্গামাটির সাত মাইল দূরে পাহাড়ে এবং ব্রহ্মপুত্র নদের জলে ভেসে আসা সোনার তৈরি দশভূজা মহামায়াকে রাজবংশের কুলদেবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সেই সাধক রাজা কবিশেখরের অধঃস্তন সপ্তম পুরুষ হলেন রাজা প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী রাঙ্গামাটি থেকে বর্তমান গৌরীপুরে স্থানান্তরিত করেন। সেই সময়ই প্রতিষ্ঠিত হয় মহামায়া মন্দির। এই মহামায়া মন্দির থেকে শারদীয়া দুর্গা পুজোর সময় ওই ধাতব মূর্তিটিকে গৌরীপুর মহামায়া খেলার মাঠে মন্দির স্থাপন করে দুর্গা পূজা করা হয় ।

রাজা প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়ার দত্তক পুত্র রাজাবাহাদুর প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়াই ছিলেন আধুনিক গৌরীপুর রাজএস্টেটের রুপকার। রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া ছিলেন দক্ষ প্রশাসক, শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির এবং লোক সংস্কৃতির প্রবল অনুরাগী ও পৃষ্টপোষক। নিজেও সঙ্গীত বিষয়ক বই লিখেছিলেন। তার উদ্যোগেই গৌরীপুরের মহামায়া মন্দিরের মাঠে আয়োজিত হয়েছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্মিলন। তার স্ত্রী রানী সরোজবালা বড়ুয়া ছিলেন সমাজসেবায় এবং স্ত্রী শিক্ষায় নিয়োজিত।

রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়ার তিন ছেলে দুই মেয়ে। পরবর্তী জীবনে তারা সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে খ্যাতি ও গরিমা অর্জন করেছিলেন। রাজাবাহাদুরের তিন পুত্র, যুবরাজ প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া, মেজো রাজকুমার প্রকৃতিশচন্দ্র বড়ুয়া (লালজি), ছোট রাজকুমার প্রণবেশচন্দ্র বড়ুয়া আর দুই কন্যা, বড় রাজকুমারী নীহারবালা বড়ুয়া এবং ছোট রাজকুমারী নীলিমা বড়ুয়া পরবর্তীতে তারা নিজ নিজ যোগ্যতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

যুবরাজ প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া ছিলেন ভারতীয় চলচিত্রের কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব। কিছুদিন অসমের রাজনীতিতেও যুক্তছিলেন। প্রমথেশের বাংলা চলচ্চিত্র 'মুক্তি' ছবিতেই রাজপরিবারের নিজস্ব হাতি জংবাহাদুরকেও দেখা যায়। জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া জমিদারীর দায়িত্ব না নিতে চাওয়ায় জমিদারীর দায়িত্ব এসে পড়ে মেজো রাজকুমার প্রকৃতিশচন্দ্র বড়ুয়ার ওপর যিনি লালজি নামেই পরিচিত ছিলেন। লালজি ছিলেন এশিয়া মহাদেশের বিশিষ্ট হস্তিবিশারদ। লোকগানের রসিক ব্যক্তিত্ব। নিজে দোতারা বাজিয়ে হাতি ক্যাম্পে গান গাইতেন। এই শেষ রাজা প্রকৃতিশচন্দ্র বড়ুয়ার অর্থাৎ লালজির রাজত্বকালে ১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগষ্ট ব্রিটিশ শাসনের শেষে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে ১৯৫৬ সালের জমিদারি বিলুপ্তি আইনের ফলে গৌরীপুরের রাজ গৌরবের শেষ সূর্য্য অস্তমিত হয়ে যায়।

"গৌরীপুরিয়া মাহুত কান্দে রে
সখি ঘরবাড়ি ছাড়িয়া"

ভারতের অন্যান্য রাজাদের মতোই গৌরীপুর রাজপরিবারের অন্যতম পারিবারিক নেশা বা সখ ছিল বন্য পশু শিকার করা। পরবর্তীকালে রাজা প্রকৃতিশচন্দ্র বড়ুয়ার শিকারি মন ঝুঁকতে থাকলো বুনো হাতি ধরে সেগুলিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে বিক্রি করা। এ বিদ্যায় এমন পারদর্শী হয়ে উঠলেন যে, একটা সময় রাজন্যশাসিত ভুটান থেকে কুচবিহার, নেপাল কিংবা ওড়িশা, বিহার এবং অন্যান্য জায়গার মহারাজাদেরও প্রথম পছন্দ ছিল তাঁর তৈরি হাতি।

"দিনে দিনে খসিয়া পড়িবে
রঙিলা দালানের মাটি
ও গোঁসাই জি, কোন রঙ্গে"...

রাজা প্রকৃতিশচন্দ্র বড়ুয়া বা লালজির তিনজন স্ত্রী ছিলেন যথাক্রমে ;- জ্যেষ্ঠা রাণী মালতীলতা বড়ুয়া, দ্বিতীয়া রাণী বীণা বড়ুয়া এবং কনিষ্ঠা রাণী হলেন শিবানী বড়ুয়া। তাদের পাঁচ কন্যা যথাক্রমে:- বড় রাজকুমারী ও পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত বিখ্যাত গোয়ালপাড়িয়া লোকসঙ্গীত শিল্পী প্রতিমা বড়ুয়া পান্ডে, দ্বিতীয়া রাজকুমারী পূর্ণিমা বড়ুয়া, তৃতীয়া রাজকুমারী প্রতিভা বড়ুয়া, চতুর্থ রাজকুমারী হলেন এশিয়ার একমাত্র হস্তী বিশারদ ও হস্তী রাণী পার্বতী বড়ুয়া এবং কনিষ্ঠা রাজকুমারী হলেন প্রণতি বড়ুয়া। লালজির পুত্ররা হলেন যথাক্রমে :- রাজকুমার প্রবীরকুমার বড়ুয়া, রাজকুমার প্রদ্যোৎ বড়ুয়া এবং রাজকুমার প্রীতম বড়ুয়া। রাজকুমার প্রবীরকুমার বড়ুয়ার পুত্র হলেন কুমার প্রশান্ত বড়ুয়া এবং কন্যা হলেন রাজনন্দিনী পুনম বড়ুয়া। রাজনন্দিনী পুনম আজও বংশের ঐতিহ্য বজায় রেখে গোয়ালপাড়িয়া/কোচ রাজবংশী লোকসংগীত ধারা বজায় রেখেছেন তার গানের মাধ্যমে।

আসামের ছোট্ট জনপদ গৌরীপুরের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সাক্ষী হয়ে বর্তমানে রয়ে গিয়েছে রাজপরিবারের বসবাসের জন্য নির্মিত

১) পুরাতন রাজপ্রাসাদ বা রাজ অন্দরমহল। ২) রাজপরিবারের Study Room। ৩) রাজপরিবারের গ্রীষ্মবাস মাটিয়াবাগের হাওয়াখানা প্রাসাদ। ৪) বড় রাজকুমারী নীহারবালা বড়ুয়ার প্রাসাদ। ৫) রাজপরিবারের কুলদেবী মা মহামায়ার মন্দির। এছাড়া রয়েছে কাছারি বাড়ি, ট্রেজারি রুম, রাজাদের স্থাপিত বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়গুলো অন্যতম। আসাম রাজ্যের প্রধান পর্যটন গন্তব্যগুলির মধ্যে, গৌরীপুরের হাওয়াখানা রাজপ্রাসাদ এবং রাজপরিবারের আরাধ্য দেবী শ্রীশ্রী মহামায়া মন্দিরের অবস্থান অন্যতম ।

ভাওয়াইয়া গানের পরানের বন্ধুরা ধরা দিল আশরাফুজ্জামানবাবুর কলমে

পার্থ নিয়োগী: অবিভক্ত উত্তরবাংলার মাটির গান ভাওয়াইয়া। আজও উত্তরের আকাশে বাতাসে শোনা যায় ভাওয়াইয়ার সুর। আর এই সুর মানে না মানুষের সৃষ্টি কাঁটাতারের বেড়া। তাই আজও দুই বাংলার উত্তরাংশের মেলবন্ধন এর প্রধান মাধ্যম ভাওয়াইয়া গান। আর এই ভাওয়াইয়ার প্রেমে মগ্ন এমন কিছু মানুষ আছেন যারা এই গানের পরানের বন্ধুদের বারবার তুলে আনেন বইয়ের পাতায়। এমনই একজন ব্যক্তি হলেন রংপুরের আশরাফুজ্জামানবাবু। আদ্যপ্রান্ত ভাওয়াইয়া সঙ্গীতপ্রেমী মানুষটির ভাওয়াইয়া গান নিয়ে আছে একটি জনপ্রিয় ইউটিউব চ্যানেল। ২০২০ সাল সারা বিশ্বে করোনা অতিমারির ভয়ে গৃহবন্দী। আর এই সময়টাকেই সৃষ্টির কাজে লাগালেন আশরাফুজ্জামানবাবু। ভাওয়াইয়া গানের শিল্পীদের সার্বিক বিবরণ বইয়ের পাতায় লিপিবদ্ধ করার কাজে নেমে গেলেন লকডাউনের সময়ে। চেষ্টা করলেন শিল্পীদের ব্যক্তিগত বয়স অনুসারে লিপিবদ্ধ করার। যেহেতু ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের অঞ্চল এই উপমহাদেশের অনেকটা অংশ জুড়ে। তার ওপর লকডাউন। তাই ভারত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে গিয়ে শিল্পীদের বয়স অনুসারে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারপরেও লেখক চেষ্টা করেছেন শিল্পীদের সিনিয়রিটি অনুসারে লিপিবদ্ধ করার কাজে। আর সেখান থেকেই কোভিড কালেই প্রকাশিত হয় 'ভাওয়াইয়া গানের পরানের বন্ধুরা' বইয়ের প্রথমখন্ড। প্রচ্ছদের গাড়িয়াল ভাইয়ের ছবি রাখার ভাবনাই বলে দেয় লেখকের ভাওয়াইয়া গানের প্রতি গভীরতা। সুন্দর এই প্রচ্ছদটি একেছেন আলমগীর জুয়েল। ভূমিকায় এই বই নিয়ে বিস্তারিত লিখে লেখক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে

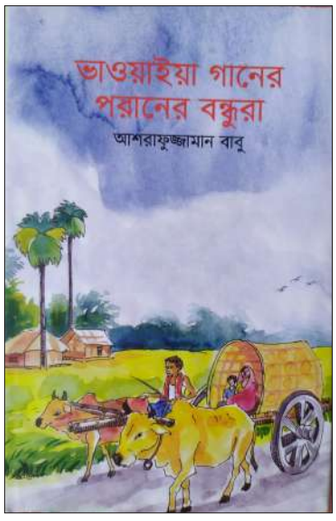

তুলেছেন নিজের ভাবনার কথা। মোট ১১৩ জন ভাওয়াইয়া গানের শিল্পী ও গবেষকের বিবরণ প্রথমখন্ডে তুলে ধরা হয়েছে। তাদের জন্মদিন থেকে শুরু করে সঙ্গীত জীবনের সাফল্য সবই তুলে ধরার ঐকান্তিক প্রয়াস লক্ষ করা গেছে লেখকের মধ্যে। এমনকি প্রত্যেকের ছবিও সংগ্রহ করেছেন লেখক। এই বইটির সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হল যে মাঝখানের কাঁটাতারের কারণে দুই বাংলার অনেক ভাওয়াইয়া শিল্পীদের আমরা চিনি না। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাদের সম্পর্কে কোন তথ্যও ছিল অজানা। আর সেই অভাবটাই দূর করেছে এই বই। আব্বাসউদ্দিন, সুরেন্দ্রনাথ রায় বসুনিয়া থেকে শুরু করে মহেশচন্দ্র রায়, কছিমউদ্দীন, প্রতিমা বড়ুয়া পান্ডে হয়ে বর্তমান সময়ের কেরামত আলী, পঞ্চানন রায়,ওয়াহিদা রহমান এর কথা সাধ্যমত তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন লেখক। মনে রাখতে হবে করোনা অতিমারির লকডাউনের সময় বাড়িতে বসে লেখক এই বইটির কাজ করেছেন। তাই হয়ত অনেক তথ্য দেবার ইচ্ছে থাকলেও লেখক দিতে পারেননি পরিস্থিতির কারণে। তবে বইটির প্রথমখন্ডের এই সংখ্যায় আমাদের এক বড় পাওনা হল আমরা এই বই থেকে চিনতে পারলাম আরশাদ আলী নামের এক প্রাক্তন পরিসংখ্যানবিদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এক গানের সংগ্রহশালার কথা। আরও বিভিন্ন গানের সাথে অনেক জনপ্রিয় ভাওয়াইয়া গানের রেকর্ডও আছে তার এই সংগ্রহশালায়। তাঁর এই সংগ্রহশালা না থাকলে এই ভাওয়াইয়া গানগুলি হয়ত হারিয়ে যেত। ভালো লাগে বইটি থেকে বাংলাদেশ বেতার রংপুর কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক ডঃ মোহাম্মদ হারুন অর রশিদের কথা জানতে পেরে। টাঙ্গাইলের মানুষ হারুন অর রশিদ সাহেব কর্মসূত্রে রংপুরে এসে মজে জান ভাওয়াইয়া গানের প্রেমে। ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের প্রসারের জন্য রংপুর বেতার কেন্দ্র থেকে 'গাড়িয়াল বন্ধু' নামের যুগান্তকারী ভাওয়াইয়া গানের অনুষ্ঠান চালু করেন। আর আজ এই 'গাড়িয়াল বন্ধু' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরানের ভাওয়াইয়াকে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দিতে পেরেছেন। এতসুন্দর বই লেখার জন্য আশরাফুজ্জামানবাবুকে কুর্নিশ জানাতে হয় ঠিক তেমনি কুর্নিশ করতে হয় বাংলাদেশ সরকারকেও। কারণ আগামী প্রজন্মও যাতে জানতে পারে ভাওয়াইয়া গানের এই পরানের বন্ধুদের কথা। তারজন্য বাংলাদেশ সরকার সেদেশের প্রত্যেকটি জেলা গ্রন্থাগারে এই বইটি রেখেছে।

বর্ষবরণ অনুষ্ঠান ও মনোজ্ঞ আলোচনা রবীন্দ্র ভবনে

পার্থ নিয়োগী: গত ২৩ এপ্রিল সন্ধ্যায় কোচবিহার রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে ধরিত্রী নান্দনিক সংস্থার তরফে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত অতিথিবৃন্দের প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা। এরপর উপস্থিত অতিথিদের হাত দিয়ে মোড়ক উন্মোচিত হয় উত্তর প্রসঙ্গ পত্রিকার ' শতবর্ষের আলোকে বীরেন্দ্র চন্দ্র দে সরকার' সংখ্যার। 'বাংলা ও বাঙালি সংস্কৃতির সাম্প্রতিক স্বরূপ' শীর্ষক চমৎকার একটি টকশো অনুষ্ঠিত হয় এদিন। টকশোতে অংশ নেন ডঃ নিলয় রায়, সঞ্জয় সাহা, গৌতম কুমার ভাদুড়ি, নীহার কুমার হোড়, অমল কাঞ্জিলাল ও নীলাদ্রি বিশ্বাস। টকশোতে অংশ নেওয়া অতিথিদের মনোগ্রাহী আলোচনা এদিন এক অন্য মাত্রা এনে দেয় অনুষ্ঠানের। অবশ্যই প্রশংসা করতে হয় উত্তর প্রসঙ্গ পত্রিকার সম্পাদক দেবব্রত চাকিকে তার অনবদ্য সঞ্চালনার জন্য। পঞ্চকবির গানে দর্শকদের মুখরিত করে তোলে ধরিত্রী নান্দনিকের শিল্পীরা। মনোনীতা দে তার স্তুতি নৃত্য একাডেমি ছাত্রীদের সাথে নৃত্য পরিবেশন করে সকলের মন জয় করে নেয়। লিজা চক্রবর্তীর আবৃত্তির অনুষ্ঠানটি ছিল শ্রুতিমধুর। এদিনের এই বর্ষবরণের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে ধরিত্রী নান্দনিকের তরফে তাদের সংস্থার তিন বর্ষীয়ান সদস্যাকে সম্মান জ্ঞাপন করা হয় । সব মিলিয়ে ধরিত্রী নান্দনিকের এদিনের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল মায়াময়।

বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় গোপালপুরের

কোচবিহার: গত ৪ মে বিকেলে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় গোপালপুরের অষ্টম বর্ষের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল বিদ্যালয়ের মাঠে। বিএসএফ এর ডিআইজি যোগেন্দ্র দেব বিশিষ্ট এই অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন। এরপর চমৎকার একটি উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করা বিদ্যালয়ের তরফে। স্বাগত ভাষণ ও বিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্ট তুলে ধরেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ দিব্যেন্দু দত্ত। এরপর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে বিদ্যালয়ের প্রায় ১৯০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ নেয়। সরস্বতী বন্দনার মধ্যে দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা। এরপর বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সমবেত কণ্ঠে শোনা যায় রবীন্দ্র সঙ্গীত 'এসো হে বৈশাখ'। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমবেত নৃত্যের অনুষ্ঠানটি ছিল বেশ ভাল। ভালো লাগে লোকনৃত্যের অনুষ্ঠানটি। 'অচেনা বৈশাখ' শীর্ষক গীতি আলেখ্যটি সকলের মন জয় করে নেয়। ছাত্র-ছাত্রীদের সমবেত কণ্ঠের 'সাড়ে যাহা সে আচ্ছা' গানটি এক অন্যমাত্রা আনে। সমবেত নৃত্যের অনুষ্ঠানটিও ছিল বেশ দৃষ্টিনন্দন।বিদ্যালয়ের ছাত্র -ছাত্রীদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণে এদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে যেন এক অন্য জগৎ। সমগ্র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি দক্ষ হাতে সঞ্চালনা করেন সানিয়া ভট্টাচার্য্য এবং উৎকর্ষ মিশ্র। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সবাইকে উদ্দেশ্য করে সুন্দর বক্তব্য রাখেন। জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা মাত্র দুই সপ্তাহের অনুশীলনে ছাত্র- ছাত্রীদের দিয়ে এদিনের এত সুন্দর যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপহার দিয়েছেন তার জন্য অবশ্যই কুর্নিশ জানাতে হয় তাদের।

উদার আকাশের গ্রন্থ উদ্বোধন করলেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মানস কুমার সান্যাল

বিশেষ সংবাদদাতা: গত ৮ মে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মানস কুমার সান্যাল উদ্বোধন করলেন সোনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা প্রবন্ধ গ্রন্থ "আলতাফ কেন জেলে বন্দি"। উপাচার্যের কার্যালয়ে উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন উদার আকাশ প্রকাশনের প্রকাশক ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের গবেষক ফারুক আহমেদ। লেখক সোনা বন্দ্যোপাধ্যায় উপাচার্য অধ্যাপক মানস কুমার সান্যালের হাতে তার গ্রন্থটি তুলে দেন। উদার আকাশ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত গ্রন্থটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন উপাচার্য। সোনা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাক্তন রেলকর্মী। নিয়মিত লেখালেখি করেন। ইতিমধ্যেই উদার

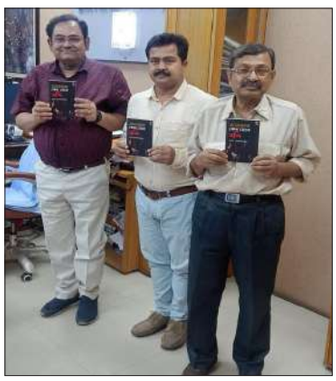

আকাশ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত তার আরও একটি গ্রন্থ "পাশাপাশি বাস তবু কেন উদাসীন" পাঠক দরবারে সমাদৃত হয়েছে। বিনা দোষে বহু মানুষ জেলের মধ্যে বন্দি থাকেন, তাদের কথা লেখক তুলে ধরেছেন তার বর্তমান গ্রন্থে।

উদার আকাশ পত্রিকা ও প্রকাশন সংস্থার সম্পাদক ফারুক আহমেদ বলেন, সোনা বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠক দরবারে পরিচিত নাম, তার লেখা পাঠক মনে দাগ কেটেছে। উদার আকাশ প্রকাশন থেকে বহু লেখকের ১৩৩ টি বই প্রকাশ পেয়েছে ইতিমধ্যে। উভয় বাংলার গবেষক ও পাঠক দরবারে জায়গা করে নিয়েছে আমাদের কিছু গবেষণা গ্রন্থ।

অনুভবের রবীন্দ্র জয়ন্তী

দেবাশীষ চক্রবর্তী: কোচবিহারের নাট্য ও সাংস্কৃতিক চর্চায় একটি চেনা নাম অনুভব। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চায় নিরলস কাজ করে চলেছে অনুভব। গত ১৪ মে কোচবিহার স্টুডেন্ট হেলথ হোমের প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হল অনুভবের রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান। রবীন্দ্র নৃত্য, রবীন্দ্র সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য আলেখ্যে এদিনের অনুভবের রবীন্দ্র জয়ন্তী হয়ে উঠেছিল একদম জমজমাট। কোচবিহারের বিভিন্ন প্রথিতযশা শিল্পীরা এদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

এদিনের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে অনুভবের সম্পাদক ডক্টর অশোক ব্রহ্ম বলেন, প্রতিবছর আমরা ২৫ শে বৈশাখের পরের রবিবার এই রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান পালন করি। যার অন্যথা এবারও হয়নি। তিনি বলেন, এই ধরনের অনুষ্ঠান বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে ভীষণ দরকার।

নৃত্যকের নাচের কর্মশালা

নিজস্ব সংবাদদাতা: নৃত্যক ক্লাসিক্যাল ডান্স আকাদেমির তরফে গত ৭ থেকে ৯ এপ্রিল কোচবিহার কেশব রোডে অবস্থিত উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার ক্লাবের হলঘরে আয়োজন করা হয়েছিল তিনদিনের ক্লাসিক্যাল নৃত্যের এক কর্মশালার। ৭ তারিখ এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়। এই কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবাদপ্রতিম নৃত্যশিল্পী বিরজু মহারাজের কন্যা মমতা মহারাজ। কর্মশালায় অংশ

নিয়েছিল শতাধিক শিক্ষার্থী। মমতা মহারাজের মত শিল্পীর কাছে কোচবিহারের বুকে প্রশিক্ষণ পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশি অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা। এই কারণে তারা নৃত্যক ক্লাসিক্যাল ড্যান্স আকাডেমির প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এমন সুযোগ করে দেবার জন্য।

Ericsson-র সাথে চার্জিং কনসোলিডেশন প্রোগ্রাম Vi-এর

শিলিগুড়ি: Ericsson-র সাথে কোলাবরেশনের মাধ্যমে চার্জিং কনসোলিডেশন প্রোগ্রামটি সফল ভাবে সম্পন্ন করল Vi। এই প্রোগ্রামটিকে সফল করে তুলতে অর্থাৎ তিনটি অনলাইন চার্জিং সলিউশন / ওসিএস কে একটি সিঙ্গল ওসিএস সলিউশনে পরিণত করতে Ericsson-র সাথে কোলাবরেশনের মাধ্যমে তাদের চার্জিং সলিউশন ব্যবহার করেছে Vi। এই প্রোগ্রামটি বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বড় সফল ইনস্টলেশনগুলির মধ্যে একটি। এর ফলে ভবিষ্যতে উন্নত প্রোডাক্টের সাথে গ্রাহকদের দ্রুত পরিষেবা প্রদান সহ প্যাকেজিং, বোনাস এবং ডিসকাউন্টের মাধ্যমে খরচ নিয়ন্ত্রণ করতে দিয়ে ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে Vi। Ericsson-র সাথে কোলাবরেশনের মাধ্যমে এই প্রকল্পটি সফলভাবে মাল্টি-ভেন্ডর নেটওয়ার্ক ইন্টিগ্রেশন এবং আইটি ইন্টিগ্রেশনের জটিলতাগুলিকে নেভিগেট করেছে। যা Vi-এর ব্যবসার কনফিগারেশনের স্ট্রীমলাইনিং-এর সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ। শুধু তাই নয় সমন্বিত চার্জিং এবং ডেটা নীতির জন্য একটি ইউনিফাইড আর্কিটেকচার সলিউশনের সাথে Vi-কে আরও দক্ষতার সাথে দ্রুত নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ ও ডিজিটাল পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভবিষ্যতে ব্যবসার চাহিদা মেটাতে সাহায্য করবে। উল্লখ্য, Ericsson-র সাথে নেটওয়ার্ক ইন্টিগ্রেশনের এই আর্কিটেকচার সেটআপ শুধুমাত্র Vi-এর ক্রিয়াকলাপকেই সহজ করে না বরং গ্রাহকের অভিজ্ঞতাকেও আরও উন্নত করে তোলে।

ধান ও চায়ের জন্য বিএএসএফ লঞ্চ করল দুটি নতুন হার্বিসাইড

কলকাতা/শিলিগুড়ি: ভারতে ধান ও চা চাষের ক্ষেত্রে চাষীদের কাছে অন্যতম প্রধান সমস্যা আগাছা। আগাছার জন্য উচ্চমানের কৃষি-উৎপাদন ব্যহত হয়। এবার বিএএসএফ ধান ও চা চাষীদের সুবিধার জন্য লঞ্চ করল দুটি নতুন আগাছানাশক (হার্বিসাইড) – ফ্যাসেট ও ডুভেলন।

ফ্যাসেট তৈরি করা হয়েছে ধানক্ষেতে ব্যবহারের জন্য, আর ডুভেলন চা-বাগানে ব্যবহারের জন্য। এগুলির দ্বারা কৃষকরা সহজেই আগাছা দমন করতে পারবেন। ফ্যাসেটে রয়েছে বিএএসএফ-এর উপাদান কুইনক্লোরাক, এবং ডুভেলনে আছে কিক্সর অ্যাক্টিভ।

বিজনেস ডিরেক্টর, এগ্রিকালচারাল সলিউশনস, সাউথ এশিয়া, রাজেন্দ্র ভেলাগালা জানান, তারা ভারতের কৃষকদের জন্য দুইটি নতুন উদ্ভাবনী হার্বিসাইড আনতে পেরে আনন্দিত। ফ্যাসেট ধানের জন্য ও ডুভেলন চায়ের জন্য। আগাছা দমনে এগুলি কৃষকদের সাহায্য করবে। এই আগাছানাশকগুলি পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়।

ভারতে প্রথম পারসোনালাইজড ফোমিং হ্যান্ডওয়াশ আনল ডেটল

কলকাতা: ভারতের সবচেয়ে বিশ্বস্ত জীবাণু সুরক্ষা ব্র্যান্ড ডেটল তার নতুন ক্যাম্পেন চালু করেছে। যার ট্যাগ লাইন হল #DettolProtectsTomorrow। মায়েরা সবসময়ই চান তাদের সন্তানদের জন্য একটি উন্নত এবং নিরাপদ ভবিষ্যত গড়ে তুলতে। সেই কথা মাথায় রেখেই ডেটল এনেছে পারসোনালাইজড ফোমিং হ্যান্ডওয়াশ। যা ভারতে প্রথম। উল্লেখ্য, এখন থেকে গ্রাহকরা নিজেরাই ডেটলের এই ফোমিং হ্যান্ডওয়াশ তৈরি করতে পারবেন।

বেটার ইন্ডিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ডেটল ফোমিং-এর মাধ্যমে শিশুদের হ্যান্ডওয়াশের সুরক্ষা প্রদান করতে একটি ভিডিও-র মাধ্যমে ক্যাম্পেনটি চালু করা হয়েছিল। দেশব্যাপী ২০টি বাচ্চাদের অনুপ্রেরণামূলক গল্প এই ক্যাম্পেনটিতে তুলে ধরা হয়েছে। ডেটল ফোমিং হ্যান্ডওয়াশ অন্যান্য হ্যান্ডওয়াশের থেকে ১০ গুণ ভাল জীবাণু সুরক্ষা প্রদান করে। ডেটল ফোমিং হ্যান্ডওয়াশের পারসোনালাইজড প্যাকেজিংয়ে বাচ্চাদের ছবি এবং গল্প থাকবে।

এপ্রিল কলকাতার ITC রয়্যাল বেঙ্গলে অনুষ্ঠিত হয় সামিট

কলকাতা: ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন / IMA-এর পশ্চিম শাখার সহযোগিতায় আয়োজিত একদিনের ভার্চুয়াল 'Phygital Recovery Summit 2023'-এ নতুন GINNESS WORLD RECORDS তৈরি করল P&G। সামিটে লার্জেস্ট অ্যাটেনডেন্সের জন্য এই নতুন বেঞ্চমার্ক সেট করেছে P&G।

এই কনফারেন্সে ভারতের শীর্ষস্থানীয় Recovery বিশেষজ্ঞদের একটি বিশিষ্ট প্যানেল অংশ গ্রহণ করেন। আইএমএম-এর প্রাক্তন সভাপতি এবং মাননীয় ড. জেনারেল সেক. ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ইলেক্ট্রোকার্ডিওলজির প্রফেসর ডক্টর কেতন মেহতা সহ আরও অনেকে। Recovery সামিট পুনরুদ্ধারে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা। এই Recovery সামিটের লক্ষ ছিল স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে ভিটামিনের ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কে জন মানসে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া P&G-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিলিন্দ ঠাট্টে বলেন, এই প্রথম রিকভারি সামিটের জন্য IMA-এর সাথে অংশীদার হতে পেরে আনন্দিত।

কলকাতার পরিবহন পরিকাঠামোকে হাইলাইট করেছে Vestian

কলকাতা: নেতৃস্থানীয় গ্লোবাল রিয়েল এস্টেট সলিউশন প্রোভাইডার সম্প্রতি কলকাতার ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের উপর 'impact and future outlook'নামে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। Vestian-এর এই রিপোর্টে বন্দর, রেলওয়ে নেটওয়ার্ক, সড়ক যোগাযোগ সহ আসন্ন প্রকল্পগুলিকে হাইলাইট করা হয়েছে। যা কলকাতার পরিবহন ব্যবস্থার পরিকাঠামোকে আরও উন্নত করে তুলবে।

বলাবাহুল্য, Vestian-এর এই রিপোর্টটি শহরের পরিবহন পরিকাঠামো, বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে মূল্যবান কিছু বিষয় তুলে ধরেছে। Vestian-এর এই রিপোর্ট নীতিনির্ধারক, বিনিয়োগকারী এবং স্টেকহোল্ডারদের জন্য একটি মূল্যবান সম্পদ যারা কলকাতার ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি এবং ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের ওপর বিনিয়োগ করতে চান।

Vestian-এর রিপোর্ট অনুসারে- কলকাতা, হলদিয়া এবং কলকাতা ডক সিস্টেমের বন্দরগুলি একযোগে এপ্রিল ২০২২ থেকে জানুয়ারী ২০২৩ এর মধ্যে ১০৮ মিলিয়ন টনেরও বেশি কার্গো হ্যান্ডল করায় দেশে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। কলকাতা প্রায় ১,০০০টি রেজিস্ট্রারড ইনড্রাস্ট্রি আছে। যা কলকাতার অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে স্থিতিশীল রাখতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। Vestian-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে কলকাতা শহরের ১৬০০ কিমি-র রেল পরিষেবা ভারতের বৃহত্তম এবং বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম সিটি রেল পরিষেবা।

রূপান্তরকারী মায়েদের জার্নিকে কুর্নিশ জানায় মাদার ইন্ডিয়া

কলকাতা: ১৪ মে থেকে Era Clicks এর নেতৃত্বে শুরু হয়েছে টিভি সিরিজ মাদার ইন্ডিয়া। ভারতীয় মায়েদের ক্ষমতায়ন এবং সমাজে তাদের অমূল্য অবদান উদযাপন করার লক্ষ্যে একটি বিপ্লবী উদ্যোগ নিয়েছে Era Clicks। মাদারস ডে উপলক্ষে ১৪ মে দুবাইস্থিত বুর্জ খলিফার আরমানি হোটেলে টিভি সিরিজ মাদার ইন্ডিয়ার মাদার ইন্ডিয়া গ্র্যান্ড লঞ্চ হয়। উল্লেখ্য, মাদার ইন্ডিয়া লঞ্চ ইভেন্টটি ঠিক তখন উপস্থিত অতিথিদের মনোযোগ আকর্ষণ করে যখন এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে রূপান্তরকারী মায়েদের কঠিন জার্নিকে তুলে ধরা হয়।

বলাবাহুল্য, লঞ্চেই মাদার ইন্ডিয়া সিরিজটি দুর্দান্ত সফলতা লাভ করে। ভারত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য এবং জাপানের অন্যান্য ব্যবসায়ী এবং প্রতিনিধি ছাড়াও এই গ্র্যান্ড লঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সাবিহা শেখ, ললিত রাজ পন্ডিত, সালেহ শওয়াল আল ইয়ামি এবং মিস্টার ড্যান লুন্ডকভিস্ট সহ সম্মানিত প্রতিনিধিরা।

সমাজে মায়েদের অমূল্য ভূমিকা এবং অবদান সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে Era Clicks-এই মাদার ইন্ডিয়া টিভি সিরিজটি

ডিজাইন করেছে। যার লক্ষ্য মায়েদের বহুমুখী দায়িত্বের উপর আলোকপাত করা। বলাবাহুল্য, এই প্রোগ্রামটির লক্ষ হল- মাদার ইন্ডিয়া অ্যাওয়ার্ডস প্রদানের মাধ্যমে ব্যতিক্রমী মায়েদের স্বীকৃতি দেওয়া।

ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেনীর পড়ুয়ারা গুরুশালা সামার ক্যাম্পে যোগ দিতে পারবে

শিলিগুড়ি: গ্রীষ্মের ছুটি হল সেই সময় যখন দেশের ২৫ কোটিরও বেশি পড়ুয়ারা হোমওয়ার্ক এবং পরীক্ষা থেকে মুক্তি পায়। এই ছুটিকে কাজে লাগিয়ে পড়ুয়াদের একঘেয়েমি রুটিন থেকে মুক্তি দিতে বিনা খরচে দুই মাসের জন্য 'গুরুশালা সামার ক্যাম্প ২০২৩' শুরু করেছে Vi ফাউন্ডেশন।

ক্যাম্প চলবে ৩০ জুন পর্যন্ত। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেনীর পড়ুয়ারা সপ্তাহের তিন দিন সোমবার, বুধবার এবং শুক্রবার ক্যাম্পে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ক্যাম্পটি পরিচালিত হচ্ছে।

দেশব্যাপী 4WD ট্র্যাকে অনুষ্ঠিত হবে 4x4 X-Pedition

কলকাতা: 'Great4x4 X-Pedition' শুরু করতে চলেছে Toyota Kirloskar Motor / TKM। যা এক্সপেরিয়েনশিয়াল ড্রাইভের ক্ষেত্রে ভারতে এই প্রথম। চারটি আঞ্চলিক স্তর তথা - উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিম ভারতে চলতি বছরেই 'গ্র্যান্ড ন্যাশনাল 4x4 এক্স-পিডিশন'-এর আয়োজন করতে চলেছে TKM। রোমাঞ্চকর অফ-রোডিং অভিজ্ঞতা প্রদানের কথা মাথায় রেখে দেশব্যাপী 4x4 SUV সম্প্রদায়কে একে অপরের সাথে যুক্ত করার জন্য এই এক্স-পিডিশন ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রতিটি জোনাল ইভেন্টে SUV-এর একটি কনভয় থাকবে। যার মধ্যে থাকবে হিলাক্স, ফরচুনার 4x4, LC300 এবং Hyryder AWD (অল হুইল ড্রাইভ)। এক্সট্রিম অফ-রোডিং ড্রাইভিং-এর জন্য বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং অবস্ট্রাকেলস তথা কভারিং আর্টিকুলেশন, সাইড ইন ক্লাইনস, র‍্যাম্বলার, ডীপ ডিচ, স্লাশ, রকি বেড ও আরও অনেক কিছুর সমন্বয় একটি 4WD ট্র্যাক তৈরি করেছে TKM।। বলাবাহুল্য, টয়োটার এই ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্টটি অন এবং অফ-রোড উভয় ক্ষেত্রেই কিউরেটেড ড্রাইভের মাধ্যমে নতুন অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।

জিও-বিপি'র অ্যাক্টিভ টেকনোলিযুক্ত নতুন ডিজেল

শিলিগুড়ি: জিও-বিপি লঞ্চ করল অ্যাক্টিভ টেকনোলজিযুক্ত নতুন ডিজেল, যা ভারতে ডিজেলের গ্রহণীয় মান বৃদ্ধি করবে। নতুন লঞ্চ হওয়া অ্যাডিটিভাইজড ডিজেল পাওয়া যাবে দেশে কোম্পানির নেটওয়ার্ক জুড়ে এবং তা উন্নীত ফুয়েল ইকোনমির কারণে বছরে গাড়িপ্রতি ১.১ লক্ষ টাকা অবধি সাশ্রয় করবে। এই হাই-পারফর্ম্যান্স ডিজেল পাওয়া যাবে সকল জিও-বিপি আউটলেটে, কোনও বাড়তি মূল্য ব্যতিরেকেই।

জিও-বিপি আউটলেটের অ্যাক্টিভ টেকনোলজিযুক্ত ডিজেল ইঞ্জিনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ থেকে জমে থাকা ময়লা সরিয়ে ফেলে ও ময়লা জমতে বাধা দেয়, ফলে রক্ষনাবেক্ষণের ব্যয় হ্রাস পায়। কমার্সিয়াল ভেহিকেলে কার্যকর এই ডিজেল ইঞ্জিনের শক্তিবৃদ্ধি করে ও রক্ষনাবেক্ষণের ব্যয় হ্রাস-সহ নানাভাবে ড্রাইভার ও ফ্লিট-ওনারদের সহায়তা প্রদান করে।

জিও-বিপি'র অ্যাক্টিভ টেকনোলজিযুক্ত ডিজেল ভারতের ভেহিকেলগুলির জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা ইঞ্জিনের ময়লা দূর করে ও ইঞ্জিনকে পরিষ্কার রাখে।

নোকিয়া সি২২ স্মার্টফোনের দাম শুরু ৭৯৯৯ টাকা থেকে

মুম্বই: এইচএমডি গ্লোবাল নিয়ে এলো নোকিয়া সি২২ স্মার্টফোন। এই সাশ্রয়ী মূল্যের স্মার্টফোনটি খুবই শক্তপোক্ত গড়নের। প্রতিযোগিতাকে পিছনে ফেলে দেওয়া এই ফোনে রয়েছে ড্রপ প্রোটেকশন বৈশিষ্ট্য। নোকিয়া সি২২ স্মার্টফোনে রয়েছে ৩দিনের ব্যাটারি লাইফ, ডুয়াল ১৩এমপি রিয়ার ও ৮এমপি সেলফি ক্যামেরা, অক্টা-কোর প্রসেসর ও অ্যান্ড্রয়েড ১৩ (গো এডিশন)।

এইচএমডি গ্লোবালের 'হেড অব প্রোডাক্ট মার্কেটিং' অ্যাডাম ফার্গুসন জানান, নোকিয়া সি সিরিজ সবসময়েই হাজির হয়েছে এক বিশ্বস্ত ও সাশ্রয়ী স্মার্টফোন হিসেবে। সি২২ এর ব্যতিক্রম নয়। এটি চলবে বেশিদিন কারণ এতে রয়েছে ড্রপ প্রোটেকশন ব্যবস্থা।

ফ্রি-ফল টেস্টে উত্তীর্ণ নোকিয়া সি২২ স্মার্টফোনে রয়েছে আইপি৫২ স্প্ল্যাশ ও ডাস্ট প্রোটেকশন, টাফেন্ড ২.৫ডি ডিসপ্লে গ্লাস, ৬.৫'' এইচডি+ ডিসপ্লে, পলিকার্বোনেট ইউনিবডি ডিজাইনে মজবুত মেটাল চেসিস, একবছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, ব্লটওয়ের-মুক্ত ওএস, ফেস আনলক ও রিয়ার ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, ৫০০০ এমএএইচ ব্যাটারি। ইন-বক্স অ্যাক্সেসরিজের মধ্যে রয়েছে ইউএসবি-সি সহ চার্জার ও সুরক্ষার জন্য ক্লিয়ার কেস।

ভারতে নোকিয়া সি২২ পাওয়া যাচ্ছে চারকোল, স্যান্ড ও পার্পল কলারে। এই ফোনের দাম শুরু ৭৯৯৯ টাকা থেকে। ফোনটি পাওয়া যাচ্ছে ৪জিবি (২জিবি+ ২জিবি ভার্চুয়াল র‍্যাম) ও ৬জিবি (৪জিবি+ ২জিবি ভার্চুয়াল র‍্যাম) ভার্সনে, সঙ্গে রয়েছে ৬৪জিবি স্টোরেজ কনফিগারেশন (২৫৬জিবি অতিরিক্ত মেমোরির সুবিধা-সহ)।

সাত বছর ধরে আমেরিকান ট্যুরিস্টার TVC-র বৈশিষ্ট্য অফ বিট ক্যাম্পেন

কলকাতা: নতুন ক্যাম্পেন, "বর্ন টু ক্রস বাউন্ডারি" লঞ্চ করল আমেরিকান ট্যুরিস্টার। ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর বিরাট কোহলির সাথে জুটি বেঁধে সাত বছর ধরে সফলতার সাথে অফ বিট প্রচারাভিযান চালিয়ে যাচ্ছে আমেরিকান ট্যুরিস্টার। সেই ধারা অব্যাহত রাখতে আমেরিকান ট্যুরিস্টারের নতুন ক্যাম্পনটি বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে ভ্রমণকারীদের দুঃসাহসিক দিকটি প্রকাশ করতে উত্সাহিত করে।

আমেরিকান ট্যুরিস্টারের "বর্ন টু ক্রস বাউন্ডারি" ক্যাম্পেনটি দর্শকদের এমন একটি যাত্রায় নিয়ে যায় যা তাদের গতানুগতিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতার উর্দ্ধে। ব্র্যান্ডের সাম্প্রতিক TVC/ টেলিভিশন কমার্শিয়ালটিতে বিশাল পাহাড়, মহাসাগর সহ রয়েছে সাংস্কৃতির নতুন চ্যালেঞ্জ। এই নতুন প্রচারাভিযানটির মুল বক্তব্য হল জীবন খুব ছোট তাই সুযোগ পেলেই স্বাচ্ছন্দের বেড়া ভেঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা প্রয়োজন। তাই আমেরিকান ট্যুরিস্টারের এই নতুন ক্যাম্পেনটিতে কখনো বিরাট কোহলি ব্রিজ থেকে বাঞ্জি জাম্পিং করতে দেখা গেছে, কখনও তিনি দক্ষতার সাথে আলপাইন হর্ন বাজাচ্ছেন আবার কখনবা স্কটিশ পোশাক পরে বরফ ঠান্ডা জলে ডুব দিচ্ছেন এবং সব পরিস্থিতিতেই তিনি আমেরিকান ট্যুরিস্টারে তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিষ বহন করছেন। যা সব পরিস্থিতিতেই সুরক্ষিত।

অ্যামওয়ের আর্টিস্ট্রি স্কিন নিউট্রিশন ™ নিয়ে এসেছে তারুণ্যময় ত্বকের জন্য হাইড্রেটিং ও ব্যালেন্সিং রেঞ্জ

শিলিগুড়ি: ত্বকের জন্য পুষ্টি উপাদান প্রদানের নিজস্ব দর্শনের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে এসে, দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় এফএমসিজি ডাইরেক্ট সেলিং কোম্পানি, অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া এক বিশেষ স্কিনকেয়ার রেঞ্জ বাজারে আনল যা সবার চাহিদা পূরণ করবে। আর্টিস্ট্রি স্কিন নিউট্রিশন™ এর ব্যালেন্সিং ও হাইড্রেটিং রেঞ্জ বিভিন্ন উপকরণের স্বতন্ত্র মিশ্রণে তৈরি হয়েছে যা ত্বকে সমতা আনে ও তাকে আর্দ্র বানায়, ফলে ত্বক হয় সতেজ ও তারুণ্যময়। নিউট্রিলাইট™ ফার্ম থেকে নেওয়া উদ্ভিজ্জ গুণাবলীতে সমৃদ্ধ এই হাইড্রেটিং ও ব্যালেন্সিং রেঞ্জ ক্লিনিকালি পরীক্ষিত ভিগান স্কিনকেয়ার সামগ্রী, এগুলি প্রাণীদের উপর পরীক্ষা করা হয় না এবং এতে প্যারাবেন, থ্যালেট, সালফেট সার্ফেক্ট্যান্ট বা প্রাণীজ উপকরণ থাকে না। অত্যাধুনিক স্কিন সায়েন্সের মাধ্যমে তৈরি হওয়া এই রেঞ্জগুলিতে বিশেষ স্কিনকেয়ার কমপ্লেক্সের শক্তি রয়েছে যা ত্বকের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে 350% উন্নত করে, ফলে বয়সের লক্ষণগুলি দেরীতে দেখা দেয়।

নতুন স্কিনকেয়ার রেঞ্জের বিষয়ে অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার সিএমও অজয় খান্না বলেন, "ভারতে এক বৃহৎ ও প্রগতিশীল তরুণ প্রজন্ম রয়েছে, মোট জনসংখ্যার 65% মানুষই বর্তমানে যুব প্রজন্মের। এই ক্রমবর্ধমান জনসাধারণের মধ্যে স্কিনকেয়ার এক উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয়তা লাভ করছে, যেখানে 87% মানুষ ত্বকের স্বাস্থ্যের উপর জোর দিচ্ছেন। তবে তা সত্ত্বেও 43% তরুণ-তরুণী শুষ্ক ত্বকের সমস্যায় ও 42% তরুণ-তরুণী অয়েলি ত্বকের সমস্যায় ভোগেন যারা স্বাস্থ্যকর ত্বক পাওয়ার সঠিক সমাধান খুঁজতে থাকেন। এই বিষয়গুলি মাথায় রেখে এবং নিউট্রিলাইটের 90 বছরের উন্নত ফলাফলের সাথে আমাদের আন্তর্জাতিক দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে, নিয়ে এসেছি আর্টিস্ট্রি স্কিন নিউট্রিশন, এর দ্বিতীয় পর্যায়, হাইড্রেটিং ও ব্যালেন্সিং রেঞ্জের সাতটি প্রোডাক্ট, যাতে আছে আমাদের নিউট্রিলাইট ফার্মের শক্তিশালী উদ্ভিজ্জ উপাদান, যা তরুণ প্রজন্ম ও সবমিলিয়ে ক্রেতাদের ত্বক সংক্রান্ত চাহিদা পূরণ করবে।"

তিনি আরও যোগ করেন, "সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় জানা গেছে যে, বর্তমানে 30% পুরুষ তাদের স্কিনকেয়ার রুটিন আরও বিস্তারিত করতে চান এবং নতুন প্রোডাক্ট ব্যবহার করে দেখতে চান। এই সংখ্যাগুলি আমাদের উদ্বুদ্ধ করে, কারণ এর মাধ্যমে আমাদের রেঞ্জকে আরও প্রসারিত করার ও নতুন নতুন দিক খুঁজে দেখার সুযোগ আমরা পাই। নতুন হাইড্রেটিং ও ব্যালেন্সিং রেঞ্জ আমাদের আগের অ্যান্টি-এজিং রেঞ্জকে পূর্ণতা দেয়, সমস্ত বয়স ও লিঙ্গের মানুষের বিভিন্ন চাহিদাকে আর্টিস্ট্রি স্কিন নিউট্রিশন ™ পূরণ করতে সক্ষম হয়।"

আমন্ডস হোক মাতৃদিবসের পুষ্টিকর উপহার

কলকাতা: এবছরের মাতৃ-দিবসে (মাদার্স ডে) উপহার হিসেবে মায়েদের আমন্ডস দেওয়ার কথা বিবেচনা করা যেতেই পারে। আমন্ডস শুধু সুস্বাদু ও পুষ্টিগুণে ভরপুর তা-ই নয়, স্বাস্থ্যের জন্যও আমন্ডস উপকারী।

ভারতে বহুকাল ধরেই আমন্ড তার স্বাস্থ্যসম্মত উপাদানের জন্য পরিচিত ও প্রচলিত। এতে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক প্রাকৃতিক পুষ্টিগুণ রয়েছে, যা আমন্ডসকে সুষম খাদ্যরূপে পরিচিত করেছে, আর সেইসঙ্গে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা নিয়ে চিন্তিত মায়েদের জন্য সুচিন্তিত উপহার হিসেবেও চিহ্নিত করেছে।

আমন্ডস নানাভাবে উপকারী – ডায়াবিটিস ও ওয়েট ম্যানেজমেন্ট থেকে ত্বকের সুস্থতার জন্যও।

ব্যস্ত মায়েদের জন্য সহজ ও সন্তোষজনক স্ন্যাক অপশন হল আমন্ডস। সহজে বহনযোগ্য আমন্ডস এমনিও খাওয়া যায়, আবার যেকোনও খাবারে মেশানোও যায়। খাবারকে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর করে তোলার ব্যাপারে আমন্ডসের জুড়ি মেলা ভার। আমন্ডস হল প্ল্যান্ট-বেসড প্রোটিনের স্বাভাবিক উৎস। মাদার্স ডে'র উপহার হিসেবে আমন্ডস এক সুচিন্তিত ও অভিনব উপহার।

বলিউড অভিনেত্রী সোহা আলি খান, ফিটনেস অ্যান্ড সেলিব্রিটি ইনস্ট্রাক্টর ইয়াসমিন করাচিওয়ালা, ম্যাক্স হেলথকেয়ার দিল্লির রিজিওনাল হেড-ডায়াটেটিক্স ঋতিকা সমাদ্দার, শীলা কৃষ্ণস্বামী (নিউট্রিশন অ্যান্ড ওয়েলনেস কনসাল্টেন্ট), ইন্টিগ্রেটিভ নিউট্রিশনিস্ট অ্যান্ড হেলথ কোচ নেহা রাংলানি, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রাভিনেত্রী নিশা গনেশ, দক্ষিণ ভারতের অভিনেত্রী প্রণীথা সুভাষ, কসমেটোলজিস্ট অ্যান্ড স্কিন এক্সপার্ট ডাঃ গীতিকা মিত্তাল গুপ্তা ও জনপ্রিয় শেফ সারাংশ গয়লা – এঁরা সকলেই আমন্ডসের স্বাস্থ্যকর গুণাবলীর উল্লেখ করে মাতৃদিবসের উপহার হিসাবে বিবেচনা করার পক্ষে মতপ্রকাশ করেছেন।

১৬০ কোটির স্কলারশিপ দেবে ফিজিক্সওয়ালা

মালদা: ভারতের অগ্রণী এড-টেক প্লাটফর্ম ফিজিক্সওয়ালা (পিডব্লিউ) তাদের দ্বিতীয় 'স্কলারশিপ অ্যাডমিশন টেস্ট' (স্যাট) লঞ্চের কথা ঘোষণা করেছে। পিডব্লিউ স্যাট-এর মাধ্যমে জেইই/এনইইটি পরীক্ষায় আগ্রহী মেধাবী অষ্টম থেকে দশম মানের শিক্ষার্থীরা ৯০% স্কলারশিপের সুযোগ পাবে, যার দ্বারা বিদ্যাপীঠ কেন্দ্রগুলিতে অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলীর কাছ থেকে উচ্চমানের কোচিং ও গাইডেন্স পাওয়া যাবে।

প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী যাতে উচ্চমানের অফলাইন এডুকেশনের সুযোগ পেতে পারে সেজন্য ফিজিক্সওয়ালা ১৬০ কোটির স্কলারশিপ দেবে। পরবর্তী পিডব্লিউ স্যাট হবে প্রতিদিন অনলাইনে ১৪ মে পর্যন্ত এবং অফলাইনে ৭ মে ও ১৪ মে। শিক্ষার্থীরা অনলাইন টেস্ট দিতে পারবে পিডব্লিউ অ্যাপ বা ওয়েবসাইটে এবং অফলাইনের ক্ষেত্রে নিকটবর্তী বিদ্যাপীঠ কেন্দ্রগুলিতে।

চলতি শিক্ষাবর্ষে ফিজিক্সওয়ালা ১০০ কোটি টাকারও বেশি স্কলারশিপ প্রদান করেছে। যেসব রাজ্যে পিডব্লিউ স্যাট অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে বিহার, রাজস্থান, দিল্লি, গুজরাট, ইউপি, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, ঝাড়খন্ড, এমপি, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, হরিয়াণা, জম্মু ও কাশ্মীর, কর্ণাটক, আসাম, উত্তরাখন্ড এবং ছত্তিশগড়।

ফিজিক্সওয়ালার ফাউন্ডার ও সিইও অলখ পান্ডে বলেন, পিডব্লিউ স্যাট হল ভারতের যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপ ও মেন্টরশিপের মাধ্যমে উচ্চমানের শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার এক প্রচেষ্টা। এই স্কলারশিপ প্রোগ্রামে যত বেশি সম্ভব শিক্ষার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাদের সামনে অনলাইন বা অফলাইন পরীক্ষা পদ্ধতির যেকোনও একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকবে।

রয়্যাল স্ট্যাগ ব্যারেল সিলেক্ট লার্জ শর্ট ফিল্মসের 'সময়ের স্মৃতিমালা'

মুম্বই: রয়্যাল স্ট্যাগ ব্যারেল সিলেক্ট লার্জ (আরএসবিএসএল) শর্ট ফিল্মস রিলিজ করল তাদের নবতম স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র 'সময়ের স্মৃতিমালা'। ৩৫ মিনিটের এই ছবিটির পরিচালক গৌতম ঘোষ। লকডাউনের দিনগুলির অনিশ্চয়তা ও অস্বস্তি ধরা পড়েছে এই ছবিতে। এতে অভিনয় করেছেন সুমন মুখোপাধ্যায় ও গার্গী রায়চৌধুরী। ছবিটির প্রিমিয়ার শো হবে শুধুমাত্র রয়্যাল স্ট্যাগ ব্যারেল সিলেক্ট লার্জ শর্ট ফিল্মসের ইউটিউব চ্যানেলে।

রয়্যাল স্ট্যাগ ব্যারেল সিলেক্ট লার্জ শর্ট ফিল্মস হয়ে উঠেছে ভারতীয় স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের 'ডেস্টিনেশন'। এই প্লাটফর্মে দর্শকরা ভাল ভাল ছবি দেখার সুযোগ পান। 'ওরিজিনালিটি' ও 'ক্রিয়েটিভিটি' সম্পন্ন বলিউড স্টোরিটেলারদের সঙ্গে এই প্লাটফর্মের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বর্তমানে রয়্যাল স্ট্যাগ ব্যারেল সিলেক্ট লার্জ শর্ট ফিল্মস প্রতিশ্রুতিবান ও প্রতিষ্ঠিত পরিচালকদের জন্য এমন একটি প্লাটফর্মের রূপ নিয়েছে যেখান থেকে দর্শকদের বিশ্বমানের কাহিনী পরিবেশন করা সম্ভব হচ্ছে।

রয়্যাল স্ট্যাগ ব্যারেল সিলেক্ট লার্জ শর্ট ফিল্মস বেশকিছু ভাল ও পুরস্কারপ্রাপ্ত স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি রিলিজ করেছে যেগুলিতে যুক্ত রয়েছেন নামী শিল্পী ও পরিচালকগণ। এরকম কয়েকটি মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি হল অহল্যা, চাটনি, দেবী ও অনুকূল। এইধরণের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে রয়্যাল স্ট্যাগ ব্যারেল সিলেক্ট লার্জ শর্ট ফিল্মস হল দিকনির্দেশক।

অতিরিক্ত ৫ মিলিয়ন ইউএসডি সংগ্রহ করল অ্যাডভেন্টাম স্টুডেন্ট লিভিং

শিলিগুড়ি/কলকাতা: অগ্রণী 'স্টাডি-অ্যাব্রড প্লাটফর্ম' এএসএল (অ্যাডভেন্টাম স্টুডেন্ট লিভিং) তাদের নতুন বিনিয়োগকারী কর্নারস্টোন ভেঞ্চার্স ও অন্যান্য বর্তমান বিনিয়োগকারীদের নেতৃত্বে ব্রিজ ইকুইটি রাউন্ডে সংগ্রহ করল অতিরিক্ত ৫ মিলিয়ন ইউএসডি। এই অর্থ ব্যবহৃত হবে প্রস্তাবিত ২০ মিলিয়ন ইউএসডি'র সিরিজ বি রাউন্ডের সঙ্গে যোগসূত্রের জন্য। উল্লেখ্য, এএসএল-এর অধীনস্ত ব্র্যান্ডগুলি হল ইউনিঅ্যাকো (UniAcco), ইউনিক্রেডস (UniCreds) ও ইউনিস্কলার্স (UniScholars)।

এএসএল হল একটি স্টুডেন্ট লাইফসাইকেল ম্যানেজমেন্ট প্লাটফর্ম, যা ডিজিটাল-ফার্স্ট পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের 'অ্যাপ্লিকেশন থেকে অ্যাকোমোডেশন অবধি' (application-to-accommodation) সহায়তা প্রদান করে। এপর্যন্ত, এএসএল ৫০০কে'রও বেশি শিক্ষার্থীকে সহায়তা জুগিয়েছে।

ইউনিঅ্যাকো, ইউনিক্রেডস ও ইউনিস্কলার্স ব্র্যান্ডের হোল্ডিং কোম্পানি এএসএল জানাচ্ছে, তারা সংগৃহিত অর্থ ব্যবহার করবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের অবস্থানের প্রসার ঘটাতে এবং 'অ্যাপ্লিকেশন থেকে অ্যাকোমোডেশন অবধি' সম্পূর্ণ 'স্টুডেন্ট লাইফসাইকেল' নিয়ন্ত্রণের কাজে তাদের প্রোডাক্ট সুইট (product suite) উন্নয়নের জন্য। এছাড়াও বিনিয়োগকৃত অর্থ ব্যয়িত হবে এএসএল-এর অবস্থান মজবুত করতে এবং ইউকে, ইইউ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও ইউএসএ ইত্যাদি দেশে 'ডীপার পার্টনারশিপ' গড়ে তোলার কাজে।

ক্লিয়ারট্রিপ-এর হোটেল ব্যবসা মজবুত হচ্ছে

কলকাতা: হোটেল ব্যবসা বৃদ্ধি ও লাক্সারি ট্রাভেল এক্সপিরিয়েন্স প্রদানের লক্ষ্যে ফ্লিপকার্টের কোম্পানি 'ক্লিয়ারট্রিপ' চালু করল 'প্রিমিয়াম গেটঅ্যাওয়েজ'। বর্তমানে এই সার্ভিস আরম্ভ হচ্ছে ২৫টি স্থানের ৪০টিরও বেশি হোটেলের সঙ্গে পার্টনারশিপে। আগামী ৬ মাসে প্রধান প্রধান ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশনগুলিতে ৫০০টিরও বেশি হোটেলকে এর আওতায় আনা হবে।

ক্লিয়ারট্রিপের হোটেল অফারিংস এমন যে ভ্রমণার্থীরা বুকিংয়ের আগে সবকিছু ভালভাবে জেনে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন, যেমন 'ট্রান্সপারেন্ট প্রাইসিং', প্রাপ্তব্য সুযোগ-সুবিধার তথ্য, 'এক্সপান্সিভ প্রপার্টি ভিস্যুয়ালস' ও কাস্টমার রিভিউ।

ইউটিআই ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড – বিনিয়োগের 'গ্রোথ' স্টাইলে আস্থাশীল ফান্ড

শিলিগুড়ি: ফ্লেক্সি - ক্যাপ ফান্ডগুলি হল ওপেন-এন্ডেড ইকুইটি ফান্ড যা মোট সম্পদের কমপক্ষে ৬৫ শতাংশ বিভিন্ন কোম্পানির লার্জ-ক্যাপ, মিড-ক্যাপ বা স্মল-ক্যাপ ফান্ডের ইকুইটি অ্যাসেটে বিনিয়োগ করে। ১৯৯২ সালে লঞ্চ হওয়া ইউটিআই ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড হল নিজস্ব ক্যাটাগরির অন্যতম পুরাতন ফান্ড। পারফর্ম্যান্সের ক্ষেত্রে এর দীর্ঘমেয়াদি ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে। এই ফান্ডের কর্পাস ২৪,২৩৭ কোটি টাকারও বেশি এবং এই ফান্ড ১৮.৫৫ লক্ষেরও অধিক বিনিয়োগকারীর আস্থাভাজন (৩০ এপ্রিল ২০২৩ অবধি)। ইউটিআই মিউচুয়াল ফান্ডের পক্ষ থেকে আনা এই অফার লং-টার্ম ইনভেস্টরদের উপযোগী, যারা এমন একটি ফান্ডের সন্ধানে রয়েছেন যা ফলপ্রসূ 'কোয়ালিটি বিজনেসেস'-এ বিনিয়োগ করে এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য 'ইকনোমিক ভ্যালু' সৃষ্টির ক্ষমতাসম্পন্ন।

ইউটিআই ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ডের বিনিয়োগ নীতি নির্ভর করে তিনটি স্তম্ভের ওপর – কোয়ালিটি, গ্রোথ ও ভ্যালুয়েশন। এর পোর্টফোলিও স্ট্রাটেজির অভিমুখ এমন ব্যবসায়িক কোম্পানিগুলির দিকে থাকে যেগুলি দীর্ঘকাল ধরে দৃঢ়ভাবে বৃদ্ধির ক্ষমতাসম্পন্ন এবং অভিজ্ঞ ম্যানেজমেন্ট দ্বারা পরিচালিত।

বিনিয়োগের 'গ্রোথ' স্টাইলে আস্থাশীল এই ফান্ডের বিনিয়োগ নীতি।

ইউটিআই ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ডের 'টপ ১০' হোল্ডিং কোম্পানিগুলি হল: মাইন্ডট্রি লিমিটেড, আইসিআইসিআই ব্যাংক লিমিটেড, বাজাজ ফিনান্স লিমিটেড, এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেড, কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক লিমিটেড, ইনফোসিস লিমিটেড, অ্যাভেন্যু সুপারমার্টস লিমিটেড, এইচডিএফসি লিমিটেড, ইনফো-এজ লিমিটেড, ও কোফোর্জ লিমিটেড। ৩০ এপ্রিল ২০২৩ অবধি এগুলিতে পোর্টফোলিওর কর্পাস প্রায় ৪৪ শতাংশ।

ইউটিআই ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড সেইসব বিনিয়োগকারীর জন্য উপযুক্ত যারা গুণমানসম্পন্ন ব্যবসায়িক কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদের কোর ইকুইটি পোর্টফোলিও তৈরি করতে চাইছেন ও দীর্ঘমেয়াদের ভিত্তিতে 'ক্যাপিটাল গ্রোথ' সন্ধান করছেন। লং-টার্ম ফিনান্সিয়াল গোল অর্জনের জন্য ৫ থেকে ৭ বছরের মেয়াদে আগ্রহী মডারেট রিস্ক-প্রোফাইলের ইনভেস্টরগণ ইউটিআই ফ্লেক্সি ক্যাপ ফান্ড বিনিয়োগের জন্য বেছে নেওয়ার কথা বিবেচনা করতে পারেন।

ক্রীড়াবিদদের সংবর্ধনা জানিয়ে নজির সৃষ্টি উত্তর ভূমিকার

পার্থ নিয়োগী: খেলাকে সাহিত্যের সাথে মিলিয়ে দিয়েছিলেন প্রবাদপ্রতিম ক্রীড়া সাংবাদিক মতি নন্দী। আসলে সাহিত্যচর্চা আর খেলা দুটোই মানুষের বড় প্রাণশক্তি। আর সেই ভাবনার প্রতিফলন ঘটাল উত্তর ভূমিকা পত্রিকা। গত ২৩ এপ্রিল কোচবিহার স্টুডেন্ট হেলথ হোমের প্রেক্ষাগৃহে উত্তর ভূমিকা পত্রিকার তরফে আয়োজন করা হয়েছিল কোচবিহারের ক্রীড়াক্ষেত্রে উজ্জ্বল নক্ষত্রদের সংবর্ধনার আয়োজন। সাথে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। 'উত্তরবঙ্গের ক্রীড়া জগতের প্রতিভা বিকাশের সমস্যা ও প্রতিকার' শীর্ষক অত্যন্ত প্রাসংগিক একটি আলোচনাও এদিন অনুষ্ঠিত হয়। এদিন যে সমস্ত ক্রীড়াবিদদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয় তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন কোচবিহারের বিখ্যাত অ্যাথলেটিশিয়ান যিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বয়স্ক বিভাগে উজ্জ্বল কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন দীর্ঘদিনের লড়াইয়ে, ক্রীড়া জগতের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র প্রলয় ব্যানার্জী। ক্যারাটেতে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য পূজা দাস, রাহুল বাসফোর ও মৌসুমী খাতুন এবং তাদের সুযোগ্য প্রশিক্ষক, বিষু রায়কেও সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সেই সাথে কোচবিহারের সাংস্কৃতিক জগতের জনপ্রিয় শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও এদিনের অনুষ্ঠানকে এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। আর এই সুন্দর খেলা ও সংস্কৃতির জগতের মেলবন্ধনের অনুষ্ঠানের জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ প্রাপ্য উত্তর ভূমিকা পত্রিকার সম্পাদক গৌরাঙ্গ সিনহার।

আইপিএল ফ্যান পার্কে মজলো কোচবিহারের ক্রিকেটপ্রেমীরা

দেবাশীষ চক্রবর্তী: সারা দেশের মাত্র ৪৫ টা শহরে এবার ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে আয়োজন করা হয়েছিল আইপিএল ফ্যান পার্কের। আর এই ৪৫ টি শহরের মধ্যে এবার ছিল কোচবিহার। কোচবিহার স্টেডিয়ামে এই ফ্যান পার্কের আয়োজন করা হয়েছিল জায়ান্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে আইপিএলের চারটি খেলা উপভোগ করার সুযোগ পেলেন কোচবিহারের ক্রিকেটপ্রেমী মানুষেরা। গত ১৩ ও ১৪ মে এই দুদিন ফ্যানপার্কে বসে একদম বিনেপয়সায় চুটিয়ে আইপিএলের মজা নিল কোচবিহারের মানুষ। কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার তরফেও ফ্যান পার্কে সুষ্ঠুভাবে খেলা দেখার জন্য যে ব্যবস্থা নিয়েছিল তা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। দুইদিনে মোট চারটি খেলা দেখান হয়। ১৩ তারিখের ভিড়কে ছাপিয়ে যায় ১৪ তারিখের ভিড়। দুদিনই দুপুরে মাথার ওপর প্রখর সূর্য্যের তেজকে উপেক্ষা করে দর্শকরা মাঠে ভিড় করে। দর্শকদের উৎসাহ দেখে মনে হচ্ছিল তারা যেন মাঠে বসে সরাসরি খেলা দেখছে। অনেককেই দেখা গেল নিজের প্রিয় দলের জার্সি ও পতাকা নিয়ে ঘুরতে। দ্বিতীয়দিন ফ্যান পার্কে উপস্থিত হয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সদস্য অভিষেক ডালমিয়া। ফ্যান পার্কের ভেতর সেলফি জোন নেট প্র্যাকটিসের জায়গা ও ফুডপার্কে ছিল চোখে পড়ার মতো ভিড়। এদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে দর্শকদের মধ্যে থেকে বিজেতাকে প্লেয়ারদের সই করা জার্সি দেওয়া হয়। রবিবার রাতে খেলার শেষে ফ্যান পার্কে তাই অনেকেই দাবি তুললেন এবার হোক আইপিএল কোচবিহারে।

যোগাসনে সাফল্য ভোটবাড়ি যোগা সেন্টারের

কোচবিহার: দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অনুষ্ঠিত রাজ্য যোগাসনে মেখলিগঞ্জ ভোটবাড়ি যোগা সেন্টারের ছেলে মেয়েরা। অর্জুন বসাক ২০-৩০ বছর ছেলেদের বিভাগে চতুর্থ হয়েছেন। এছাড়া ১৪-২০ মেয়েদের বিভাগে ষষ্ঠ ও একাদশ স্থান অর্জন করে যথাক্রমে শিল্পী বসাক ও বর্ণশিখা রায়। ৭-১০ বছর মহিলা বিভাগে নবম কোয়েল রায়। ১০-১৪ বছর ছেলেদের বিভাগে চতুর্দশ স্থান পেয়েছেন স্বরূপ দাস।

অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবলে গ্রুপ এফ চ্যাম্পিয়ন জলপাইগুড়ি

পার্থ নিয়োগী: আইএফএ এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তর আয়োজিত অনূর্ধ্ব১৭ আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতার গ্রুপ এফ পর্যায়ের খেলা এবার অনুষ্ঠিত হয় কোচবিহারের নিউ কোচবিহার রেলওয়ে ময়দানে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি ছিল এই গ্রুপে। প্রত্যেক দল প্রত্যেকের বিরুদ্ধে দুবার করে খেলে। প্রথমপর্বের দুটি খেলাতেই পরাজিত হয়ে কোচবিহার দল অনেকটা পিছিয়ে পড়ে। অন্যদিকে প্রথমপর্বে দুটি খেলাতেই জিতে জলপাইগুড়ি অনেকটাই এগিয়ে যায়। প্রথমপর্বে দ্বিতীয় স্থানে থাকে আলিপুরদুয়ার। দ্বিতীয়পর্বের প্রথম খেলায় জলপাইগুড়ি আবার আলিপুরদুয়ারকে পরাজিত করে এফ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়। ফলে দ্বিতীয়পর্বে কোচবিহারের বিরুদ্ধে জলপাইগুড়ির খেলা হয়ে ওঠে নিয়ম রক্ষার। আর এই নিয়ম রক্ষার ম্যাচে কোচবিহার ৩-১ গোলে জলপাইগুড়িকে পর্যদুস্ত করেও কোন লাভ করতে পারেনি। গ্রুপের চারটি খেলার মধ্যে তিনটিতে জয়লাভ করে চার ম্যাচে নয় পয়েন্ট পেয়ে জলপাইগুড়ি গ্রুপ এফ চ্যাম্পিয়ন হয়। আর এর ফলে টুর্নামেন্টের পরবর্তী স্তরে খেলার সুযোগ পেল জলপাইগুড়ি।

আন্তর্জাতিক যোগাসন প্রতিযোগিতায় কোচবিহারের মুখ উজ্জ্বল করলেন তিন প্রতিযোগী

পার্থ নিয়োগী: নেপালের ঝাপায় অনুষ্ঠিত পঞ্চম বর্ষ আন্তর্জাতিক যোগাসন প্রতিযোগিতায় মেয়র কাপ ২০২৩ পদক জয় করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করলেন কোচবিহারের তিন প্রতিযোগী। গত মাসে অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক যোগাসনে অংশ নেয় ভারত সহ, বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপালের প্রতিযোগীরা। আর এতে অংশ নিয়ে সাফল্য এনে দিল কোচবিহার-২ নম্বর ব্লকের বোকালির মঠের আদর্শ যোগাসন সেন্টারের তিন প্রতিযোগী । ছেলেদের ট্র্যাডিশনাল যোগাসনের ১৮ থেকে ২৮ বছর বয়স বিভাগে প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি স্থানই অর্জন করে কোচবিহারের দুই কিশোর। প্রথম স্থান অর্জন করেন ধনঞ্জয় রায় এবং দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে শুভ বর্মন। আর মেয়েদের ট্র্যাডিশনাল যোগাসনের অনূর্ধ্ব ৯ বছর বয়স বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে বর্ষা রায়। তাদের এই অসাধারণ সাফল্যে খুশি কোচবিহারের ক্রীড়া মহল। কোচবিহার শহর থেকে ১৬ কিমি দূরের গ্রাম বোকালির মঠের আদর্শ যোগাসন সেন্টারের এই তিনজনকে দেখে অন্যান্য যোগাসনের শিক্ষার্থীরাও বেজায় খুশি। আগামীতে আদর্শ যোগাযোগ সেন্টারের হাত ধরে এমন সফল অনেক প্রতিযোগী যোগাসনে উঠে আসবে বলে মনে করে কোচবিহারের ক্রীড়া মহল।

ক্রিকেট লিগ চ্যাম্পিয়ন পাটাকুড়া রানিবাগান

পার্থ নিয়োগী: কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার কান্তা ঘোষ ও অভিনন্দন ট্রফি আন্তঃক্লাব ক্রিকেটে সুপার লিগে চ্যাম্পিয়ন হল পাটাকুড়া রানিবাগান ক্লাব। তারা ১৩ পয়েন্ট পেয়েছে। ১১ পয়েন্ট নিয়ে রানার্স এমজেএন ক্লাব। ২ মে কোচবিহার স্টেডিয়ামে পাটাকুড়া ও এমজেএনের ম্যাচ বৃষ্টির জন্য শেষ না হওয়ায় দুই দলকে পয়েন্ট সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। টসে হেরে প্রথমে পাটাকুড়া ৩৮.৩ ওভারে ১৭৪ রান তোলে। সুকুমার বর্মন ৩৫ রান করেন। কৌশিক সাহা ৩৮ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে এমজেএন ১১.৩ ওভারে ৪ উইকেটে ৪৬ রান তোলার পর বৃষ্টি নামলে আর ম্যাচ শুরু করা যায়নি। সায়ন দেব ৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। প্রতিযোগিতার সেরা পাটাকুড়ার সায়ন দেব। সেরা ব্যাটার নির্বাচিত হয়েছেন ভারতী সংঘ ক্লাব ও পাঠাগারের সুমিত যাদব। সেরা বোলার হাজরাপাড়া তরুণ দলের জিয়াউর রহমান। সেরা উদীয়মান ক্রিকেটার ইউনাইটেড ক্লাবের বেলাদীপ ডাকুয়া। ফেয়ার প্লে ট্রফি পেয়েছে ভারতমাতা ক্লাব। এদিন পুরস্কার তুলে দেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি তথা জেলাশাসক পবন কাদিয়ান, সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত, ক্রিকেট সচিব রবীন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

বয়স না ভাঁড়ানোর বার্তা আইএফএ সম্পাদকের

পার্থ নিয়োগী: বয়স ভাঁড়িয়ে বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক টুর্নামেন্টে প্লেয়ারদের খেলান বাংলার ফুটবলের বহুদিনের এক কঠিন রোগ। আর এই কারণে সর্বভারতীয় ফুটবল টুর্নামেন্টে ক্রমশ কমছে বাংলার ফুটবলারের সংখ্যা। বাংলার ফুটবলের উন্নতি করতে হলে সবার আগে এই বয়স ভাঁড়িয়ে খেলা বন্ধ করতে হবে। আর সেটাই করার কথা ভেবেছেন বর্তমান আইএফএ সম্পাদক অনির্বাণ দত্ত। তাই সম্প্রতি কোচবিহারে ঝটিকা সফরে এসে সঠিক প্রতিভার বিকাশে ও রাজ্যের ফুটবলের স্বার্থে বয়স ভিত্তিক বিভিন্ন টুর্নামেন্টে বয়স ভাঁড়িয়ে প্লেয়ারদের খেলার বার্তা দিলেন আইএফএ সম্পাদক অনির্বাণ দত্ত। কোচবিহারের নেতাজি সুভাষ ইনডোর

স্টেডিয়ামে তার সংবর্ধনা সভায় বক্তব্য দিতে গিয়ে এই কথাই উঠে এল আইএফএ সম্পাদকের কথায়। তিনি বলেন, 'বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক টুর্নামেন্টে বয়স ভাঁড়িয়ে খেলার একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু এভাবে বয়স চুরি করে প্লেয়ারদের খেলালে আমরা নিজেরাই নিজেদের ঠকাব। এতে আগামীদিনে ভাল ফুটবলার উঠে আসবে না। ব্যাহত হবে আমাদের ফুটবলের উন্নয়ন। এই কথা বলে তিনি সবাইকে অনুরোধ করেন বয়স ভাঁড়িয়ে খেলতে দেবেন না'। এরপর শিলিগুড়িতে গিয়েও একই কথা বলেন অনির্বাণবাবু। সেখানে তিনি বলেন যোগ্য প্রতিভার সন্ধানে এবার বয়স ভাঁড়ানোর বিষয়ে কঠোর হবে আইএফএ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96